



প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 13th Year, 6 Issue • 6 January, 2022, Thursday • ২১ পৌষ, ১৪২৮, বৃহস্পতিবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

ডাবল ইঞ্জিনের লড়াইয়ে মানিক-সুশান্ত

‘অসত্য কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী’ ‘ডাবল ইঞ্জিন সহ্য হচ্ছে না’



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। এবার মোদিকে খণ্ডন করলেন মানিক। আন্তাবলে দাঁড়িয়ে শুরু থেকে শেষ যেভাবে বিগত সরকারকে শব্দবন্ধে বিধে বিপ্লব দেব সরকারের পিঠ

চাপড়ালেন মোদি, মেলারমাঠে বসে সেই বক্তব্যের এক এক করে আগল খুলে দিয়ে কার্যত প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে বামা ঘষে দিলেন মানিক। প্রধানমন্ত্রিত্ব আসার আগে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী যখন ছিলেন নরেন্দ্র মোদি, তখন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। গুজরাটের রাজ্যপাট চুকিয়ে যখন দিল্লির মসনদে বসলেন মোদি, তখনও ছোট ত্রিপুরা সামলাচ্ছেন মানিক, আর সেই মোদিই রাজ্যে এসে প্রধানমন্ত্রী হয়ে একসময় মানিক সরকারের নেতৃত্বাধীন গোটা মন্ত্রিপরিষদের পিঠ চাপড়ে বাহবা দিয়েছিলেন বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে। এবার বিমানবন্দর থেকে শুরু করে রেলের জাল, ডবল

ইঞ্জিনের সুফল বুঝাতে গিয়ে পূর্বতন সরকারকেই বার বার বিধেছেন প্রধানমন্ত্রী। ডবল ইঞ্জিন কিভাবে সুফল দিচ্ছে সেই চিত্রই তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব'র ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন তিনি। এদিন মেলারমাঠে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার যুক্তি আর তথ্যে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য খণ্ডন করলেন বারে বারে। বুঝিয়ে দিলেন আজকের যে বিমানবন্দর নিয়ে বগল বাজাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, তা সম্ভবই হতো না যদি বাম আমলে বিমানবন্দর এলাকার মানুষদের পুনর্বাসন দিয়ে জমি অধিগ্রহণ করা না হতো। বাম আমলের উদ্যোগই এগিয়ে যায় হাল আমলে। মানিক সরকার বুঝিয়ে দেন, সরকার

পরিবর্তন হতে পারে পাঁচ বছর পর পর। কিন্তু প্রকল্প পরিবর্তন হয় না কর্মকাণ্ড শেষ হওয়া না অবধি। বাম আমলে বিমানবন্দর আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া চলছিল, তা শেষ হয়েছে এই আমলে। তাই বলে ডবল ইঞ্জিনের সরকার আসার আগে রাজ্য বন্ধা ছিলো আর ডবল ইঞ্জিন চালু হতেই বন্ধা ভূমিতে ফসল ফলতে শুরু করেছে। এমনটা যারা বলেন তারা ইতিহাসের পাতা উল্টাননি কোনওদিন। এদিন মেলারমাঠে বসে প্রধানমন্ত্রীর দিকে কার্যত এমন অমোঘ বাক্যই নিক্ষেপ করলেন মানিক সরকার। ডাবল ইঞ্জিনে শানিত আক্রমণ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি'র রাজ্য সফরকালে ● এরপর দুইয়ের পাতায়



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। মেলারমাঠে মানিক সরকারের কথার ঝোল পড়তে না পড়তেই কৃষনগরে বসে সেই ঝোলের তেল-বাল যেন মাপতে শুরু

করলেন বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপি দফতরে বসে মানিক সরকারকে কার্যত এক ইঞ্চি জমিও না ছেড়ে নানা ভাবে নানা কায়দায় তাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়তে কোনও কৌশলই যেন আর বাদ রাখলেন না তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। প্রায় দোহারের ভূমিকা নিলেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদিকা পাণ্ডিয়া দত্ত। সুশান্তবাবু এদিন তার বাক চাতুর্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে আরও বেশি মহিমাষিত করার আশ্রয় চেষ্টা চালালেন। একই সঙ্গে যে ভাষা প্রয়োগে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে খণ্ডন করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, এমন ঔদ্ধত্যের নিন্দাই কৃষনগরে বসে সেই ঝোলের মোদি, আর কোথায় মানিক।

নিজেকে সমকক্ষ ভেবে যেভাবে প্রতিক্রিয়া করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এতে তাজ্জব সুশান্তবাবু বললেন, প্রধানমন্ত্রী আসলে রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে দরজা হস্তে যেভাবে সার্টিফিকেট দিয়েছেন, তা সহ্য হচ্ছে না প্রাক্তনের। বাম আমলে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন কেলঙ্কারিতে খোদ মানিক সরকারই জড়িত ছিলেন এমন অভিযোগ করতেও দ্বিধা করেননি সুশান্তবাবু। প্রধানমন্ত্রী কিয়ান প্রকল্প, বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প সহ ডবল ইঞ্জিনের নানা সুফল এদিন আবার ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। পাশাপাশি সমালোচকের মুখে বামা ঘষারও ব্যবতীয় প্রচেষ্টা জারি রাখলেন তিনি। আন্তাবল ময়দানে উন্নয়নের যে তরীতে

ভেসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী, এদিন যেন সেই তরীকেই বৈঠা হাতে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন তথ্য সংস্কৃতিমন্ত্রী। ডাবল ইঞ্জিনে রাজ্যের বিকাশ চলছেই। তা সহ্য হচ্ছে না মানিক সরকারের। সাংবাদিক সম্মেলনে জবাব তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। বিজেপি'র প্রদেশ কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে সুশান্ত চৌধুরী মূলত মানিক সরকারের বক্তব্যকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। বিরোধী দলনেতা যে শব্দচয়নে প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তাতে ব্যথিত তথ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, পৃথিবীর রক্তিশায়কদের মধ্যে অন্যতম নরেন্দ্র মোদি। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

১৫ জানুয়ারি থেকে টার্মিনাল ভবন উন্মুক্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। সরকারি সিদ্ধান্ত ঠিক থাকলে এ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরু থেকেই চালু হয়ে যাবে নবনির্মিত মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরের টার্মিনাল ভবনটি। বৃধবার এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকরা এক বৈঠকে বসে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বিমানবন্দরটির সঙ্গে ইতিহাস নানাভাবে জড়িয়ে আছে। ১৯৪২ সাল। বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর তদানীন্তনকালে রাজ্যের প্রথম বিমানবন্দরটি স্থাপন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এই বিমানবন্দরের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিলো। ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসটি এই বিমানবন্দরে চতুর্থ সিসিজে-কে চালু হতে দেখেছে। তারপর শ'য়ে শ'য়ে স্মৃতিবিজড়িত ঘটনা ঘিরে থেকেছে এই বিমানবন্দরকে। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

এক মেরু বিজেপিতে বিপ্লবই ভরকেন্দ্র, দুর্বল সংস্কারবাদ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। মোদির সফরের আগে থেকেই ক্রমে দুর্বল হচ্ছিল বিজেপির সংস্কারপন্থীরা।

কথা শোনা যায়। যদিও অধিকাংশই শেষ অবধি মিথ্যা বা ঢপ প্রমাণিত হয়েছে। তবে সংস্কারবাদীরা যে ক্রমশ দুর্বল হচ্ছেন তার প্রমাণ

An Initiative by Joyjit Saha

Big Books

THINK BIG

NURSERY | CBSE | TISE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY

AGARTALA KOLKATA NEW DELHI GUWAHATI

পারুল প্রকাশনী

৩৭৭৭৪৪১৪২৯৮

৫৩ শিশু উদ্যান বিলপি বিলান ৫৩ শিশু উদ্যান বিলপি বিলান

৫৩ শিশু উদ্যান বিলপি বিলান

বাজারে ফিসফিস, সুদীপবাবুরা নাকি ফিরে যাচ্ছেন কণ্ঠেসে। যেদিন থেকে সংস্কার পন্থীরা প্রকাশ্যে আসে সেদিন থেকেই সংস্কারপন্থীদের সম্পর্কে নানান

পাওয়া যায় দুই আদি বিজেপি রণজয় দেব এবং প্রবীর নাগ সংস্কারবাদীদের সংশ্রব ছাড়ার পর থেকেই। রণজয়বাবুরা বুঝেছেন দলের মূলস্রোতে না এলে কিছুই

করা সম্ভব নয়, ভালো করে বিজেপিও করার সুযোগ নেই। তাই রণজয়বাবু ও প্রবীরবাবুর জন্য চেয়ারম্যানের পদ উপহার দেওয়া হচ্ছে। মূল স্রোতে এসেই যে সুশান্ত চৌধুরী আর রামপ্রসাদ পাল'দের মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্তি হলো তা তো বিজেপির লোকজনদের জন্য এক শিক্ষা। এই শিক্ষা থেকে আরও স্পষ্ট হয় যে, আগামীদিনে আশিস সাহা, সুদীপ রায় বর্মাণ'দের আরও কোঠাসা করা হবে দলের ভেতরে। সম্প্রতি ইন্দিরা ভবন দখলমুক্ত করার অভিযান থেকে স্পষ্ট হয় এই নেতাদের কিভাবে নির্বিঘ্ন করা হচ্ছে। তারা বিপ্লব দেব প্রশাসনের সামনে কেবল নির্বিঘ্ন নয়, অসহায়। এই মুহুর্তে তাদের কি করণীয় তাই-ই তারা বুঝতে পারছেন না। আবার একই যাত্রায় পৃথক ● এরপর দুইয়ের পাতায়

স্ট্র্যাটেজিক কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলা হাসপাতালে ৫০ বিছানার 'ডেডিকেটেড কোভিড হেলথ সেন্টার' খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। রাজ্যে এখন প্রতিদিন একটু একটু করে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। দেশের অবস্থা আবাহারে উদ্বেগজনক। যে কেনও পরিস্থিতিতে রাজ্যের প্রত্যেকটি হাসপাতাল যাতে কোভিড মোকাবিলায় জন্য প্রস্তুত থাকে, তার অঙ্গ হিসাবে একটি

প্রতিটি জেলা হাসপাতালে ৫০ শয্যার ডিসিএইচসি

গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সিদ্ধান্তগুলো অতি শীঘ্রই কার্যকর হতে শুরু করবে বলে দাফতরিকভাবে জানা গেছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের এক্স অফিশিও যুগ্ম সচিব ডা. রাধা দেববর্মার নেতৃত্বে বৈঠকটি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে বলে খবর। রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আবাহারে থরহর কম্পন শুরু হয়েছে স্বাস্থ্য দফতরে। রাজ্যের করোনা সংক্রান্ত স্ট্র্যাটেজিক কমিটির সদস্যরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছেন। স্বাস্থ্য দফতরের অতিরিক্ত সচিব, এজিএমসির মাইক্রো বায়োলজির বিভাগীয় প্রধান, এজিএমসি এবং জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার, ডেপুটি মেডিক্যাল সুপার, স্টেট সার্ভিস অফিসার, কোভিড ইউনিটের অক্সিজেন সপ্লাই বিষয়ক নোডাল অফিসার এবং এনএইচএম'র কোভিড জনিত ● এরপর দুইয়ের পাতায়

অবসরপ্রাপ্তদের প্রশিক্ষণের নামে গোয়াতে প্রমোদ ভ্রমণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দফতর এবং উদ্যানবিদ্যা দফতরে এখন চলছে প্রমোদ ভ্রমণের বাড়বাড়ন্ত। দফতরের কয়েকজন আধিকারিক যদি পাহাড়ে যাচ্ছেন তো বাদবাকি কয়েকজন যাচ্ছেন সমুদ্রে। প্রত্যেকেরই নাকি লক্ষ্য রাজ্যকে বিভিন্নভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, সম্প্রতি উদ্যানবিদ্যা দফতর থেকে যে কয়েকজন আধিকারিককে কাজবাদামের উপর প্রশিক্ষণের জন্য গোয়া পাঠানো হয়েছে, এদের বেশিরভাগই সম্প্রতি অবসরে চলে গিয়েছেন। বাদবাকি যারা এদের সঙ্গী হয়েছেন এদের প্রত্যেকেই আগামী কয়েক মাসের মধ্যে অবসরে চলে যাবেন। আর দফতর এদেরকেই প্রশিক্ষণের নামে প্রমোদ ভ্রমণে পাঠিয়েছে। যেখানে দফতরের বাজেট প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা। অবসরকালীন অবস্থায় কিবা অবসর কড়া নাড়ছে যে সমস্ত আধিকারিকদের, তাদেরকে প্রশিক্ষণের নামে এভাবে না পাঠিয়ে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রমোদ ভ্রমণে পাঠালেই এখানে না বরাদ্দ হতো কার? কারণ, সংখ্যার জোরে এই সরকার এতটাই বলীয়ান যে বিরোধী শক্তি এখানে শ্বাস ফেলার আগেই তিনবার আগ পিছ ভেবে তার পর বাতাস নির্গত করে। আর প্রশিক্ষণের জন্য যদি কাউকে পাঠাতেই হয় তাহলে কম করেও আরও দশ/বারো বছর চাকরি করবেন এমন আধিকারিকদের পাঠালেই উপকৃত হতো রাজ্য। কারণ এতে এই আধিকারিকরা রাজ্যে ফিরে এসে প্রশিক্ষণের ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটাতে পারতেন। এমনকী, মাস্টার ট্রেনার হিসেবে অন্যদেরও প্রশিক্ষণ দিতে পারতেন। নানা দিক দিয়েই লাভবান হতো রাজ্য, লাভবান হতো দফতর। কিন্তু অবসরকালীন সময়ে অথবা অবসর দুয়ারে কড়া নাড়ছে এমন আধিকারিকদের প্রশিক্ষণের নামে প্রমোদ ভ্রমণে পাঠিয়ে দিলেও একদিকে যেমন অর্থ নষ্ট করেছে, অপরদিকে রাজ্য এবং দফতর দুটোর ক্ষতি করেছে, একই সঙ্গে জুনিয়র আধিকারিকদের সুযোগও নষ্ট করেছে। পাশাপাশি বুড়ো বয়সে এই আধিকারিকদের মস্তিষ্কে চাপ ফেলেছে। যা প্রমোদ ভ্রমণ নামে এদেরকে পাঠানো হলো সবটাই ইতিবাচক হয়ে যেতো, নেতিবাচকের কোনও সুযোগ থাকতো না। কিন্তু তা না করে দফতরের তরফে কৃষিপ্রধান রাজ্যের আপামর জনসাধারণের সঙ্গেই কার্যত বিদ্বেষস্বাভাবিকতা করা হয়েছে। জানা গেছে, বিষয়টি নিয়ে দফতরের অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে এবং আধিকারিকদের মধ্যেই মতাপার্থক্য দেখা দিয়েছে। বেশিরভাগ আধিকারিকরাই দফতরের এই জাতীয় সিদ্ধান্তের ● এরপর দুইয়ের পাতায়

রতনলালের পর আশিস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। বিধায়ক আশিস দাস ত্রিপুরা বিধানসভা থেকে 'অযোগ্য' বিধায়ক হিসাবে 'স্বীকৃতি' পেলেন। বৃধবারই সুরমা কেন্দ্রের বিধায়ক আশিস দাসকে 'অযোগ্য' বলে ঘোষণা করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী।



সাংবাদিক সম্মেলনে অধ্যক্ষ বলেন, তিনি দুঃখের সাথে ঘোষণা করছেন একজন তরুণ বিধায়ককে এভাবে অযোগ্য ঘোষণা করছেন। কিন্তু অধ্যক্ষ বলেন তিনি সংবিধান ও আইনের কাছে বাঁধা। তাই তিনি এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন বিধানসভার আইন মেনেই। কীভাবে এমন হলো? তিনি বলেন, গত কয়েক মাস ধরে বিধায়ক আশিস দাস যা 'করে' চলেছেন তার জন্য বিধানসভার মুখ্য সচিবের কল্যাণী ● এরপর দুইয়ের পাতায়

বিদ্যালয় স্তরে দ্রুত ছড়াচ্ছে নেশা

সংক্রমণে আতঙ্কিত শিক্ষা দফতর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। রাজ্যের ৯৪টি স্কুলে এখন পর্যন্ত শিরাপথে অর্থাৎ ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশা

আগরতলা শহরের বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়, কলেজ সহ রাজ্যের এমন কোমণ্ড ময়কুমা নেই যেখানকার স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এর



শিরায় ঢুকিয়ে নেশা গ্রহণ করা হয়। ইনজেকশনের সিরিঞ্জ দিয়ে শিরায় নেশাগ্রহণকারীদের সংখ্যা এখন আর শুধু ভাবনাত্তরেই নেই।



সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। সরকারি তথ্য বলছে, শিরাপথে মাদক ব্যবহারকারী ছাত্রদের বেশিরভাগই এইডস-এ ● এরপর দুইয়ের পাতায়

মমতার মাটিতেই মুজিববরের প্রয়াণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। মৃত্যুর আগের রাতেও নিজের স্ত্রীকে বার বার বলেছেন, ছেলে আর মেয়ের কথা। ৯ বছরের ছেলে তানভির আর ৬ বছরের মেয়ে মেহেরিনকে বার বার দেখতে চেয়েছেন। স্ত্রী তন্মলিমা আখতার কঁদতে কঁদতে বললেন—‘আমার বাচ্চাদুটো! আগরতলায়। আর আমি চারমাস ধরে হাসপাতাল আর চিকিৎসা নিয়ে আছি। ওদেরকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে’। গত আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে দৃষ্টান্তের হাতে আক্রান্ত হওয়া রাজ্য ভূগমূল কংগ্রেসের নেতা মুজিবর ইসলাম মজুমদারের শেষ ইচ্ছা পূরণ হলো



মৃত স্বামীকে কলকাতার মর্গে রেখে আজ রাতে সোনামুড়ার বাড়িতে ফিরে কায়াম ভেঙে পড়েন মুজিববরের স্ত্রী। সোনামুড়া থেকে তোলা নিজস্ব চিত্র

প্রশ্নের জন্ম দিয়ে চিরতরে বিদায় নিলেন সম্প্রতি ভূগমূল কংগ্রেসে



দৃষ্টান্তদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতার বিমানবন্দর স্ত্রীর সঙ্গে ফাইল ছবি।

গ্রাম স্বচ্ছল হলে ত্রিপুরা স্বচ্ছল হবে : উপমুখ্যমন্ত্রী



প্রেস বিলিজ, চড়িলাম, ৫ জানুয়ারি।।গ্রাম স্বচ্ছল হলে ত্রিপুরা স্বচ্ছল হবে। গ্রাম আত্মনির্ভর হলে ত্রিপুরাও আত্মনির্ভর হবে। বর্তমান রাজ্য সরকার গ্রামের প্রতিটি মানুষ বিশেষ করে মা-বোনদের স্বনির্ভরতার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরাকে আত্মনির্ভর করতে চাইছে। বুধবার চড়িলামের লীলাদেব স্মৃতি কমিউনিটি হলে সিপাহিজলা

জেলায় নিবিড় ভূঁত চাষে কিয়ান নার্সারি গড়ে তুলতে আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যীশু দেববর্মা একথা বলেন। আইবিএসডিপি প্রকল্পে সিপাহিজলা জেলার ১,৬০০ জন ভূঁত চাষিকে তৃত চাষের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধাপে ৩১ কোটি টাকা সহায়তা করা হবে। এদিন প্রথম ধাপে উপমুখ্যমন্ত্রী এই জেলার ১৫

জন ভূঁত চাষির হাতে তৃত চাষ সম্প্রসারণের জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার করে অনুমোদনপত্র তুলে দেন। উপমুখ্যমন্ত্রী যীশু দেববর্মা বলেন, রেশম চাষে ত্রিপুরার বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা উন্নয়নমন্ত্রের রেশম সিল্প উৎপাদনে সুনাম অর্জন করেছে। তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ নতুন চিন্তাধারা নিয়ে কাজ করছে।

মহিলাদের স্বাবলম্বী এবং স্বনির্ভর করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করেছে। রাজ্যের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। অতি সম্প্রতি রাজ্যের প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার গরিব অংশের পরিবার প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস যোজনায় ঘরের মঞ্জুরি পেয়েছেন। আজাদি কা অমৃত মহোৎসব পালনের অঙ্গ হিসাবে আয়োজিত এদিন এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিপাহিজলা জিলা পরিষদের সভাপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, ত্রিপুরা হ্যান্ডলুম অ্যান্ড হ্যান্ডিক্রাফট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান বলাই গোস্বামী, সিপাহিজলা জিলা পরিষদের শিল্প বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সঞ্জীব কুমার সিনহা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চড়িলাম পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রাথী দাস কর। স্বাগত বক্তব্য রাখেন হ্যান্ডলুম অ্যান্ড হ্যান্ডিক্রাফট ও সেরিকালচার দফতরের অধিকর্তা প্রাণেশ লাল চাকমা।

‘নোংরা চক্রান্ত’

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। বুধবার পাঞ্জাবে একটি দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়ার সময় যাত্রাপথে অবরোধের জেরে গন্তব্যে পৌঁছতে না পেরে ফিরে আসতে হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। আর সেই ঘটনায় নিন্দা করেছেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, আমাদের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষতি করতে আজ যে নোংরা চক্রান্ত করা হয়েছে তার দিগ্ধার জনিয়ে আমি এর নিন্দা জানাচ্ছি। নিরাপত্তায় গলদের জন্য কংগ্রেস দল শাসিত একটি রাজ্যে ২০ মিনিট রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে, এটা খুবই দুঃখজনক। শুধুমাত্র রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিরোধের কারণে পাঞ্জাবের কংগ্রেস সরকার তার প্রশাসনিক ক্ষমতার



অপব্যবহার করে যে কৌশলে আজ প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছে তা গণতান্ত্রিক নীতি ও জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী দেশের যেকোনও নাগরিককে মানসিকভাবে পীড়া দেবে। দেশবাসী কখনোই এই ন্যাকারজনক ঘটনা মনে থেকে মেনে নেবে না বলে মনে করছেন মন্ত্রী।

পুলিশের জিপসি ছেড়ে দিল ট্রাফিক পুলিশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। শহরের রাস্তায় অটোতে থাকা মেরে পালালো পুলিশের জিপসি। পাশেই প্রত্যক্ষদর্শী ট্রাফিক পুলিশের এক কনস্টেবল ইচ্ছে করে গাড়ি আটক করেনি বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকায় ব্যাপক ক্ষোভ

অভিযোগ ঘিরে ট্রাফিক পুলিশ কনস্টেবলের উপর ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী অনেকেই। দুর্ঘটনাটি হয়েছে শহরের মোলারমাঠ উডালপুলের পাশেই। জীবন কৃষ্ণ দাস তার অটো নিয়ে বটতলার দিকে যাচ্ছিল। উল্টো দিক থেকে আসা একটি পুলিশের জিপসি গাড়ি অটোতে থাকা মেরে

চেষ্টাও করেননি। অচ্য সাধারণ নাগরিকদের বোলায় দুর্ঘটনা হলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসতেন আরও বহু ট্রাফিক পুলিশকর্মী। হেস্তনেষ্ট করা হতো দুর্ঘটনাপ্রস্থ গাড়ি চালককে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে উল্টো পালানোর সুযোগ করে দিয়েছেন ট্রাফিক পুলিশ। এই ঘটনায় ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীদের



তৈরি হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীদের। পুলিশের গাড়ি হওয়ায় ইচ্ছে করেই ছেড়ে দিয়েছে বলে ক্ষুব্ধদের অভিযোগ। শুধু তাই নয়, ট্রাফিক পুলিশ ইচ্ছে করে জিপসির ভুল একটি নম্বর নিয়ে সবাইকে দেখাচ্ছেন। এই ঘটনায় ট্রাফিক পুলিশের কনস্টেবলকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করার দাবি করেছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। সাধারণ নাগরিকদের কোনও জিপসি নেই। ইচ্ছে করেই ট্রাফিক পুলিশ কনস্টেবলরা মোবাইল-ক্যামেরাম্যান হয়ে যায়। স্পষ্ট ছবি তুলেন মোবাইলে। কিন্তু পুলিশের জিপসি হওয়ায় ঠিকমতো নম্বরও টুকতে পারেননি। এই

পালিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে উপস্থিত ট্রাফিক পুলিশ কনস্টেবল জানান, জিপসি গাড়িতে চারজন ছিলেন। গাড়িটির সঙ্গে অটো সংঘর্ষের পর এটি পেছন দিকে ঘুরিয়ে পালিয়ে গেছে। তিনি দাঁড়িয়ে জিপসির নম্বরটি লিখেছেন। নম্বরটি হল টি আব - ০৮ - এ - ৮৫৭। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, এই নম্বরের কোনও জিপসি নেই। ইচ্ছে করেই ট্রাফিক পুলিশ কনস্টেবল পুলিশের গাড়িটি বাঁচাতে মিথ্যা বলেছেন। তিনি চাইলে সহজেই জিপসি আটক করতে পারবেন। কিন্তু এই

মধ্যে। তারা চাইছেন স্মার্ট সিটির ক্যামেরা দেখে ট্রাফিক পুলিশ দুর্ঘটনাপ্রস্থ পুলিশের জিপসি গাড়িটি শনাক্ত করুক। যেভাবে সাধারণ যান চালকদের ট্রাফিক পুলিশের অফিসাররা স্মার্ট সিটির ক্যামেরা দেখে দ্রুত জরিমানা করে থাকেন একইভাবে কেন ট্রাফিক পুলিশ পুলিশের জিপসির ক্ষেত্রে করবেন না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ক্ষুব্ধ জনতা। এক্ষেত্রে ট্রাফিক পুলিশের এসপি শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী এবং ডিএসপি কোয়েল দেববর্মার নীরব ভূমিকা নিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীরা ক্ষোভ জানিয়েছেন।

পুলিশ রিমান্ডে নেতার ভাই সহ দুই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৫ জানুয়ারি।। গত ২৭ ডিসেম্বর গভীর রাতে বিশালগড় থানাধীন গকুলনগর জাতীয় সড়কের উপর থেকে বিএসএফ ও পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে একটি মারুতি গাড়ি থেকে নগদ টাকা ও প্রচুর পরিমাণে ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছিল। সাথে বিজেপির দক্ষিণাংশের যুব মোর্চার

সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষের ভাই অভিঞ্জিৎ ঘোষ ও আরেক কারবারি প্রসেনজিৎ পালকে আটক করা হয়েছিল। বিএসএফ তাদেরকে আটক করে তুলে দেয় বিশালগড় থানার পুলিশের হাতে। গত ২৮ ডিসেম্বর মামলার তদন্তকারী অফিসার জয়শ্রী সিনহা অভিযুক্ত বিজেপি নেতার ভাই সহ দুই যুবককে পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ড

চেয়ে আদালতে সোপর্দ করেছিলেন। কিন্তু পুলিশ কেস ডায়েরি জমা না দেওয়ায় দুই অভিযুক্তকে নয় দিনের জেলহাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বুধবার আদালত দুই অভিযুক্তের পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেছে। সরকারি আইনজীবী জ্যোতি প্রকাশ সাহা জানান, দুই অভিযুক্তকে

জিজ্ঞাসাবাদ করলে অনেক তথ্য পাওয়া যেতে পারে। প্রথম দিন জেরার মুখেই দুই অভিযুক্ত পুলিশকে জানায় এই নেশা সামগ্রীগুলি মহারাজগড় ফাঁড়ি এলাকার একটি গুদাম থেকে এনেছে। তবে পুলিশ তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকি অভিযুক্তদের জালে তুলতে পারে কিনা সেটাই দেখার।

আগরতলা-খোয়াই সড়ক অবরোধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মোহনপুর, ৫ জানুয়ারি।। জমির মূল্য কম পাওয়ার অভিযোগ এনে আগরতলা-খোয়াই সড়ক অবরোধ। বুধবার সকাল থেকেই হেজামারার সুবল সিংয়ের রাস্তা অবরোধ করা হয়। রাস্তা অবরোধের কারণে বন্ধ হয়ে যায় দু'মিকের যান চলাচল। জনজাতি অংশের নাগরিকরাই মূলতঃ রাস্তা অবরোধ করে। পেছনে এডিসির শাসকদল জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। অবরোধের খবর পেয়ে ছুটে যান মোহনপুর মহকুমা শাসক সুবোধ দত্ত। কিন্তু মহকুমা শাসকের কথা শুনতেও নারাজ আন্দোলনকারীরা। তারা কিছুতেই জমির সঠিক মূল্য পাওয়ার লিখিত কাগজ না পেয়ে অবরোধমুক্ত করতে নারাজ। আন্দোলনকারীদের নেতৃত্বে থাকা সুবল সিং এলাকার বাসিন্দা অজিত

দেববর্মা জানান, জাতীয় সড়কের জন্য তাদের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু জমির মূল্য কম দেওয়া হয়েছে। তাদের দাবি

শোনা হয়নি। এই কারণেই রাস্তা অবরোধ করেছে। অবরোধের প্রায় দেড় ঘণ্টা পর সুবল সিং-এ ছুটে যান সিংহাই থানার ওসি বিজয় সেন,

মহকুমা শাসক সুভাষ দত্তও। বেশ কিছু সময় রাস্তা অবরোধ রাখার পর অবশেষে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জমির মূল্য নিয়ে আলোচনার প্রতিক্রিয়া



অনুযায়ী টাকা দেয়নি সরকার। এই টাকার দাবিতে তারা আগেও প্রশাসনের কাছে দাবি করে এসেছিল। কিন্তু তাদের বক্তব্য

মোহনপুর মহকুমা অফিসের ডিসিএম-সহ অন্যান্য কর্মীরা। কিন্তু কিছুতেই অবরোধ মুক্ত করতে নারাজ আন্দোলনকারীরা। পরে যান

দিয়ে অবরোধ মুক্ত করা হয়। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, তাদের দাবি অনুযায়ী জায়গার দাম না পেলে আবারও রাস্তা অবরোধে বসবে।

তথ্য ফাঁস!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। সিপিএমের বেশ কয়েকজন বিধায়ক বিজেপির সাথে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। তারা নাকি বলছেন, মানিক সরকারের প্রতি তারা ক্ষুব্ধ। মানিক সরকারের আমলে তাদের আর রাজনীতিতে থাকার মানে হয় না। কারণ, মানিক সরকার সকলকে দমিয়ে রাখেন। কথাগুলো বললেন সুশান্ত চৌধুরী। বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে সুশান্ত চৌধুরী আরও বলেন, তবুও মানিক সরকার সুস্থ থাকুক, সবল থাকুক এ প্রার্থনা করছেন তিনি।

লাফিয়ে বাড়ছে পজিটিভ রোগী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায়ও লাফিয়ে বাড়তে শুরু করেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। প্রধানমন্ত্রীর সফরের ২৪ ঘণ্টা যেতেই রাজ্যে আরও ৪৬জন করোনা পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এর মধ্যে ২৬জনই পশ্চিম জেলার। আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে উত্তর জেলায়ও। ২৪ ঘণ্টায় এই জেলায় ৮জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। স্বাস্থ্য দফতর মিডিয়া বুলেটিনে জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ২ হাজার ৮৪৭ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১ হাজার ১০জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। আরটিপিসিআর-এ ২৩জন পজিটিভ রোগী পাওয়া গেছে। এছাড়া ১ হাজার ৮৩৭ জনের অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছে। তাদের মধ্যে ২৩জন পজিটিভ শনাক্ত হন। সংক্রমণের হার ছিল ১ দশমিক ৬২ শতাংশ। সুস্থতার সংখ্যা ২৪ ঘণ্টায় নামলা ৬ জনে। যে কারণে বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ডিকুইসারী অবস্থায় থাকা সংক্রমিত রোগীদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯৫জনে। একই সঙ্গে রাজ্যে কমেছে সুস্থতার হারও। করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে সিপাহিজলা, গোমতী, দক্ষিণ এবং উনেকোটি জেলায়ও। এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় পজিটিভ রোগীর সংখ্যা ৫৮ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। মৃত্যুর সংখ্যাও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩৪জনে। দ্রুতহারে দেশে বাড়ছে করোনা পজিটিভ রোগী। অন্যদিকে, আগরতলায় এখনও করোনা আক্রান্ত রথ্যতে কোনও ধরনের কড়া ব্যবস্থা নেয়নি প্রশাসন। মাস্কের জন্য অভিযানের কথা কাগজে-কলমে বলা হলেও বাস্তবে আগরতলায় দেখা মেলেনি। শাসকদলের প্রভাবশালী নেতাদেরই মাস্ক ছাড়া বিভিন্ন সামবেশে ঘুরতে দেখা যায়। তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ অব্থা সাধারণ প্রশাসনের কর্তা কোনও ব্যবস্থা নিতে সাহস পান না। এই পর্যায়ে রাজ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সন্তোকে রাজ্যের শিক্ষা দফতর এখন পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তের কথা জানাননি।

চূড়ান্ত ভোটের তালিকা প্রকাশিত

প্রেস বিলিজ, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। ১-১-২০২২ তিথি হিসাবে ধরে রাজ্যের ৬০টি বিধানসভা কেন্দ্রের চূড়ান্ত সচিتر ভোটের তালিকা বুধবার প্রকাশিত হয়েছে। এই তালিকা ৩,৩২৪টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র, সমস্ত তহশিল অফিস, ইআরও (মহকুমাশাসক) অফিস এবং সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার (জেলাশাসক)-র কার্যালয়ে দেখতে পাওয়া যাবে। এদিন প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী রাজ্যে মোট ভোটের রয়েছেন ২৭,৩৫,৫৪৬ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১৩,৮১,৬৯৩ জন। মহিলা ভোটার ১৩,৫৩,৮৫৩ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৩৫ জন। সার্ভিস ভোটার রয়েছেন ১০,৩১৬ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১০,১৪৬ জন। এবং মহিলা ভোটার ১৭০ জন। সচিتر ভোটের তালিকা www.ceotripura.nic.in এই ওয়েবসাইটেও দেখতে পাওয়া যাবে। রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

উন্নয়নের খতিয়ান চাইতে জিরানিয়ায় প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে সুশান্ত



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জিরানিয়া, ৫ জানুয়ারি।। জিরানিয়া মহকুমায় উন্নয়নের খতিয়ান নিতে বৈঠকে অংশ নিলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। বুধবার দুপুরে জিরানিয়া মহকুমা শাসক অফিসের কনফারেন্স হলঘরে জিরানিয়া মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এক উচ্চ পর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠকে অংশ নিলেন রাজ্যের পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দফতরের মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী। মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর পৌরহিহিতে এই বৈঠকে বিভিন্ন দফতরের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। এই সভায় বিভিন্ন দফতরের বিভিন্ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন এবং জনগণের কাছে বিভিন্ন দফতরের পরিষেবা দ্রুত পৌঁছে দিতে জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকদের দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে আহ্বান জানান মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। কেবলমাত্র পরিষেবা দিতে নয়, প্রত্যেকটি মানুষের অভাব জনগণের কাছে বিভিন্ন দফতর থেকে পাওয়া পাওয়া গিয়ে উপস্থিত আধিকারিকদের সাধারণ মানুষদের সাথে কথা বলার জন্য বলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। কী করলে আরও ভাল কাজ করা যায়, সে বিষয়ে আধিকারিকদের সাথে কথা

বলেন তিনি। বৈঠকে বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় হয়। বৈঠকে তিনি জিরানিয়া মহকুমার অধীন জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েত/রানিরবাজার পুর-পরিষদ/জিরানিয়া-মাদপাই-বেলবাড়ী/পুরাতন আগরতলা রক সহ বিভিন্ন পঞ্চায়েত/ভিলেজ কমিটি এলাকায় সক্রিয় বিভিন্ন দফতরের কাজের অগ্রগতি ও সমস্যা সম্পর্কে অবগত হন। পর্যালোচনা বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনার পর সেগুলো অতিক্রমত সমাধানের জন্য উপস্থিত আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সচিتر অর্থ বছরে পূর্ত দফতরের বিভিন্ন অসমাপ্ত কাজ সম্পর্কে সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং কাজগুলি দ্রুত শেষ করতে তিনি উপস্থিত আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। বৈঠক শেষের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানান, বুধবার জিরানিয়া মহকুমায় বিভিন্ন দফতরের পূর্বে করা বিভিন্ন কাজ এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, “আমাদের সরকার গত চার বছরে প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজ করেছে। বিগত সরকারের ছেড়ে যাওয়া বিপুল ঋণের বোঝা থাকা সত্ত্বেও রাজ্যে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। গত চার

বছরে রাজ্যের পরিকল্পিত ব্যয় অনেক গুণ বৃদ্ধি হয়েছে, ৪৮ নজিরবিহীন। আমাদের সরকার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছে। আজকের এই জিরানিয়া মহকুমাভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠকে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর সাথে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিরানিয়া মহকুমার মহকুমা শাসক জীবন কৃষ্ণ আচার্য্য, জিরানিয়া মহকুমার পুলিশ আধিকারিক সুমন মজুমদার, জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান রতন কুমার দাস, রানিরবাজার পুর-পরিষদের চেয়ারম্যান/ ভাইস-চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য সম্মানিত সদস্য/ সদস্যরা, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য সদস্য-সদস্যরা, বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌরাদ ভৌমিক, জিরানিয়া মহকুমার সৌপ্তত বিভিন্ন রকের সমষ্টি প্রমাণ আধিকারিকেরা, পূর্ত দফতর, পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান, জল সম্পদ দফতর, ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লাইসেন্সিং, স্বাস্থ্য দফতর, কৃষি দফতর, শিক্ষা দফতর, মৎস্য দফতর, গ্রামোন্নয়ন দফতর, পঞ্চায়েত দফতর, সমাজ কল্যাণ দফতর সহ বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকেরা।

টাকার মোহে অর্থব্দ প্রশাসন

ব্যবসায়ীদের রাস্তা দখল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৫ জানুয়ারি।। টাকার কি মোহে, রাস্তা দখল করে নিলেও চোখ বন্ধ করে অচেনে প্রশাসনিক কর্তারা। তবে প্রশাসনিক কর্তারা টাকা পেয়েছেন কিনা তা জানা নেই। কিন্তু নেতারা মাসিক কিন্তু আদায় করেন উদয়পুরের ব্যবসায়ী পঙ্কজের কাছ থেকে। কারণ, বাম আমলে কেশবের দৌলতে কোটি কোটি টাকা কামাই করেছিল পঙ্কজ। যেহেতু কেশবের দাপট এখন আর নেই। তাই বর্তমান ক্ষমতাবানদের টাকার মোহে বশ করেছে পঙ্কজ এমনই অভিযোগ এলাকাবাসীর। সেই কারণেই তো তার একের পর এক অনৈতিক কাজকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে প্রশাসনও। উদয়পুর মন্দির এলাকার পঙ্কজবাবুর বাড়ি। তার বাড়ির সামনে উদয়পুর থানায় থেকে রাজনগর, পিত্তা ও কিল্লা

যাওয়ার রাস্তা। সরকারের সেই রাস্তাটি দখল করে নিয়েছে সেই ব্যবসায়ী। এমনটাই অভিযোগ স্থানীয়দের। তাদের অভিযোগ, ব্যবসায়ী পঙ্কজ সরকারি রাস্তাতেই বসার জন্য সিঁড়ি বানিয়ে নিয়েছে। তাও পাকাপোক্তভাবে। এলাকায় গুঞ্জন কয়েকজন নেতা অব্যব নাগরিকদের ক্ষোভের মুখে পঙ্কজকে সিঁড়ি ভেঙে ফেলার আবেদন করেছিলেন। কিন্তু পঙ্কজ কারোর কাছই কানে তুলতে চায়নি। কারণ যারাই পঙ্কজের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তাদের উপর মহলের লোকেরাই পঙ্কজের কাছ থেকে প্রতি মাসে হস্তা আদায় করে। যেহেতু, উপর মহলের নেতারা পঙ্কজের নুন খেয়েছে, তাই তৃণমূল স্তরের নেতারাও সেই পঙ্কজের কথায় উঠে-বসে।

বাড়াবাড়ি করেন তাহলে আবার উপর মহলের নেতা গোসা করবেন। তাই সিঁড়ি ভাঙার সাহস এখনও পর্যন্ত কেউই দেখাতে পারেনি। ছেলের বিয়েতে রাজ্যের সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তিকে উদয়পুর এনে পঙ্কজ নিজের প্রতাপিত্ব দেখিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে সে এখন আর বামভক্ত নয়। যেহেতু, সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি তার ছেলের বিয়েতে এসেছেন, তাই স্থানীয় প্রশাসন এবং নেতারা আরও বেশি তার প্রতি দূর্বল হয়েছেন। কারণ পঙ্কজ যদি ক্ষেপে যায় তাহলে তো সর্ব ক্ষমতাবান ব্যক্তির রোষানলে পড়তে হবে সবাইকে। তবে এই বিষয়ে উদয়পুর মহকুমাশাসক অনিরুদ্ধ রায়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে দেখবেন বলে জানান। কিন্তু মহকুমাশাসকের এতটা ক্ষমতা হবে কি?

রাতে বিএসএফের তাণ্ডব!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৫ জানুয়ারি।। বিএসএফ যে অভিযোগ নিয়ে বুধবার রাতে মধুপুর থানার অরবিন্দনগর এলাকার তিনটি বাড়িতে হানা দিয়েছে সেই অভিযোগটিও যে মধুপুর থানার কাছে না। ঠিক তেমনি বাড়িতে ঢুকে বিএসএফের তাণ্ডবের অভিযোগকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। স্থানীয় নাগরিকদের অভিযোগ বিএসএফ জওয়ানরা রাতে বাড়িঘরে ঢুকে আসবাবপত্র ভাঙচুর করেছে। যে কারণে এলাকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। সীমান্ত এলাকায় কান পাতলেই শোনা যায় বিভিন্ন সময়ে বিএসএফের বাড়বাড়ন্তের কথা। থানায় মামলা দায়ের হলেও কোন ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। বুধবার রাতে অরবিন্দনগর এলাকার সামু মিয়া, মোহন মিয়া ও নজরুল হোসেনের বাড়িতে বিএসএফ পাচার সামগ্রী মজুত রয়েছে বলে এই অভিযোগে হানা দেয়। যদিও বাড়ির লোকজন অভিযোগ করেছে তাদের গৃহপালিত গরুর বিএসএফ নিয়ে যেতে চেয়েছিল। থামবাসীরা

একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ করলে ঘর থেকে চেয়ার, টেবিল, টিভি সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র বের করে ভাঙুর করতে শুরু করে। শুধু তাই নয় বাড়িভারিও ভাঙচুর করেছে বলে অভিযোগ। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো জানিয়েছে তারা মধুপুর থানায় বিএসএফের বিরুদ্ধে মামলা

খাটতে তাহলে পরিকল্পনা ও নিয়ম অনুযায়ী অভিযান চালাতে পারতো। কিন্তু সম্প্রতি প্রমাণ করা হবে ? থামবাসীদের অভিযোগ বিএসএফ জওয়ানরা মহিলাদের উপরও এদিন হাত উঠিয়েছে। মধুপুর থানা এলাকার কামথানা, কৈয়াচে পা,



করবেন। তবে বিএসএফ যে অভিযোগ নিয়ে বাড়ি ঘরে ঢুকেছে তা আবার একবারেই ভুল নয়। কারণ ওইসব বাড়িঘরগুলোর উপর দিয়েই বাংলাদেশে গরু পাচার হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। শুধু তাই নয় বাইক, দেশা সামগ্রীও পাচার হয়ে থাকে। সচেতনশীল নাগরিকদের বক্তব্য বিএসএফের কাছে যদি এমন কোন খবর

অরবিন্দনগর, কোনাবন সহ বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষ বিএসএফের এসব আচরণে অসহ্য হয়ে উঠেছে। আবার একাংশ বিএসএফের সঙ্গে পাচারকারীদের যে গোপন হাত রয়েছে এরকম অভিযোগ আছে। কেননা অরবিন্দনগর, কামথানা এলাকার পাচারকারীদের বাইকে বসে একাংশ জওয়ানদের ঘুরতে দেখা যায়।

আবাস যোজনার ঘর তৈরি নিয়ে কুরুক্ষেত্র নিরীহকে কোদাল দিয়ে আক্রমণ নেতার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৫ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর নির্মাণকে কেন্দ্র করে শাসকদলীয় রুকন্তরের একনোতা কর্তৃক নিরীহ বাক্তির জমি জবরদখল, মিথ্যা মামলায় হয়রানি, থানায় বিচার সভায় দোষ স্বীকার করে আপোশ মীমাংসা মেনে ফের বাড়ীকে কোদাল দিয়ে আক্রমণ করে প্রাণনাশের অপচেষ্টায় দামছড়া থানা এলাকায় উত্তেজনা ও ক্ষোভ বিরাজ করছে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, দামছড়া ব্লক এলাকার হিংস্কাও ভিলেজের রজনীপাড়ার বাসিন্দা রজনীকান্ত সিনহা সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘরের মঞ্জুরি পেলেও ঘর তৈরির জন্য তার নিজস্ব কোন ভূমি নেই। রজনীকান্ত সিনহা আবার শাসকদলীয় দামছড়া ব্লক স্তরের ওবিসি মোর্চার নাকি সভাপতি। তাই দুই-আড়াই বছর পূর্ব থেকেই

রজনীকান্ত সিনহা তারই প্রতিবেশী জনৈক মহিমবাবুর সিনহার এক খন্ড ভূমি জবর দখলের অপচেষ্টা করে আসছে বলে স্থানীয় মানুষের অভিমত। ওবিসি নেতা রজনীকান্ত 'র এই আশ্রাসন আটকাতে মহিমবাবু দামছড়া ব্লকের বিডিওকে লিখিতভাবে আপত্তি জানিয়েছিল যে, রজনীকান্ত তার জায়গা জবরদখল করে ঘর নির্মাণ করতে ষড়যন্ত্র করছে। এতে রজনীকান্ত বিপাকে পড়ে যায়। তখনই রজনীকান্ত সিনহা মহিমবাবুর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করে। দীর্ঘদিন পানিসাগরের এসডিএম কোর্টে দৌড়ঝাঁপ করে অনেক হয়রানি এবং অর্থ খরচ হয় মহিমবাবুর। যদিও সে আদালতে নির্দোষ খালাস পায়। সম্প্রতি পিএম আবাস যোজনার ঘরের প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে রজনীকান্ত ফের আগ্রাসী হয়ে জেসিবি লাগিয়ে

মহিমবাবুর জমিতে মাটি কাটতে শুরু করলে থানা মাঠে নামে এবং সরেজমিন তদন্ত করে। দামছড়া থানার মধ্যস্থতায় সামাজিক মীমাংসা সভার আয়োজন করা হয়। গ্রাম্য মোড়লদের ও পুলিশি তদন্তে প্রমাণিত হয় ভূমির প্রকৃত মালিক মহিমবাবু সিনহাই। তখনই সমগ্রস্থতাকারীদের চেষ্টায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের স্বার্থে মহিমবাবু রজনীকান্তকে ৫ (পাঁচ) শতক ভূমি ছেড়ে দিতে রাজি হয়। মিথ্যা মামলায় হয়রানির জন্য রজনীকান্ত মহিমবাবুকে দুই হাজার টাকা দিতে হবে বলে সিদ্ধান্ত হয় থানায় কর্তার উপস্থিতিতে। আরও সিদ্ধান্ত হয় যে ৫ শতক ভূমি হস্তান্তর বিষয়ে আদালতে এফিডেভিট করে দাতা-গ্রহীতা, থানা ও পঞ্চায়েতে প্রত্যায়িত করি দিতে হবে। মীমাংসা মেনে বাড়ি ফেরার পরই রজনীকান্ত বৈকং বসে এবং

পরদিন অর্থাৎ ২ জানুয়ারি ভূমি পরিমাপ করে যে খুঁটি বসানো হয়েছিল, সেগুলি উপড়ে ফেলে রজনীকান্ত --- অভিযোগ লিখিত এজাহার দায়ের করে জানায়, রজনীকান্ত জনৈক রাজমিস্ত্রি রাজু দাসকে সাথে নিয়ে ঘর নির্মাণের কাজ চালিয়ে যেতে দেখে মহিমবাবু ও তার স্ত্রী রিনা সিনহা আপত্তি জানায়। তখনই রজনীকান্ত চুপিসারে কোদাল দিয়ে মহিমবাবুর পিঠে কোপ বসায়। মহিমবাবু মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রক্তাক্ত অবস্থায়। মহিমবাবুর স্ত্রী রিনাকে লেখার অযোগ্য ভাষায় গালাগাল করে রজনীকান্ত। মহিমবাবুকে প্রাণে মারার হুমকি দিয়েছে রজনীকান্ত। রক্তাক্ত মহিমবাবুকে নিয়ে এলাকাবাসী ও তার স্ত্রী-দামছড়া থানায় গিয়ে বিস্তারিত জানায় এবং দামছড়া হাসপাতালে চিকিৎসিত হয়।

০৩/০১/২০২২ইং মহিমবাবু সিনহা, পিতা মৃত পহন সিনহা রজনীকান্ত সিনহা পিতা বাবাই ধন সিনহার বিরুদ্ধে দামছড়া থানায় লিখিত এজাহার দায়ের করে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করে কিন্তু দামছড়া থানা ইতিমধ্যে ৪৮ ঘন্টা অতিক্রান্ত হলেও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। উল্টো মহিমবাবু সিনহা সহ ৩/৪ জন নিরীহকে অভিযুক্ত করে মিথ্যা মামলা করেছে রজনীকান্ত সিনহা। খোদ দামছড়া থানার মধ্যস্থতাকে অমান্য করে অভিযুক্ত রজনীকান্ত সিনহা নিরীহকে প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে আক্রমণ করলেও থানা অমল দেববর্মার বিরুদ্ধে এলাকায় ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। মহিমবাবু ফের আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলে জানা গিয়েছে।

অটো উল্টে আহত তিন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গভাছড়া, ৫ জানুয়ারি।। বুধবার সকালে গভাছড়ার দুর্গাপুর এলাকায় অটো উল্টে আহত তিন তিনজন। সকাল আনুমানিক ১০টা নাগাদ গভাছড়া স্ট্যান্ড থেকে দু'জন যাত্রী নিয়ে তিআর০৪২৩৯৫ নম্বরের অটোটি নবদা পাড়ার উদ্দেশে রওনা হয়। দুর্গাপুর প্রাণী চিকিৎসা



কেন্দ্রের সামনে আসার পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটোটি রাস্তায় উল্টে যায়। যার ফলে চালক-সহ তিনজন আহত হন। আহতদের পরবর্তী সময় উদ্ধার করে গভাছড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। দুর্ঘটনায় অটোটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে কি কারণে অটো নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে তা স্পষ্টভাবে জানা যায়নি।

৯৬ কেজি গাঁজা-সহ গ্রেফতার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বঙ্গনগর/বিলোনিয়া/সোনামুড়া, ৫ জানুয়ারি।। গাঁজায় ভাসছে সোনামুড়া মহকুমা। বিভিন্ন থানা এলাকায় গাঁজা চাষ চলছে রমরমিয়ে। তবে পুলিশও গাঁজা বিরোধী অভিযান অব্যাহত রেখেছে। গাঁজা চাষ কিংবা পাচারকারীদের রায়বোয়ালারা পুলিশের জালে ধরা না পড়লেও ছিঁচকে নেশা কারবারিদের ধর পাকড় অব্যাহত হয়েছে। পুলিশের সাথে বিএসএফও নেশা কারবারিদের পাকড়াও করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সক্রিয়। কলমচৌড়া থানা এলাকায় আবারও অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে ৯৬ কেজি গাঁজা। সাথে গ্রেফতার করা হয় এক নেশা কারবারিকে। মঙ্গলবার রাতে গোপন খবরের ভিত্তিতে কলমচৌড়া থানার পুলিশ আশাবাড়ি দুপুরিয়াবাঁধ এলাকার জাকির হোসেনের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। পুলিশের কাছে কে বা কারা খবর দিয়েছিল ওই বাড়িতে ইয়াবা ট্যাবলেট মজুত আছে। কিন্তু পুলিশ তল্লাশি চালাতে গিয়ে ইয়াবা ট্যাবলেট খুঁজে না পেলেও ৯৬

কেজি গাঁজার সন্ধান পায়। এক কথায় কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে আসার মত অবস্থা হয় ওই রাতে। জাকির হোসেনের বাড়িতে তিনটি ড্রাম ও একটি গাঁজা ভর্তি



বস্তা খুঁজে পায় পুলিশ। বাড়ির মালিক জাকির হোসেনকে তারা গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার নম্বর ১/২২। পুলিশ সূত্রে খবর,

জাকির হোসেন নেশা কারবারের সাথে সরাসরি জড়িত নয়। তাদের বাড়িতে গাঁজা ভর্তি ড্রাম এবং বস্তা কে বা কারা টাকার বিনিময়ে লুকিয়ে রেখেছিল। তাদের ঘরের বারাদায়

তাই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বুধবার অভিযুক্তকে সোনামুড়া আদালতে পেশ করা হয়। অন্যদিকে, পিআরবাড়ি থানার পুলিশ কৃষ্ণপুর বিওপির বিএসএফ জওয়ানদের সাথে নিয়ে গোপন খবরের ভিত্তিতে প্রায় ১৪ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করেছে। নীহারনগর, আনন্দপুর এবং দেহদোয়ার এলাকায় সেই গাঁজা বাগানের হদিশ মিলে। তবে গাঁজা চাষের সাথে জড়িত কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। সোনামুড়া থানার পুলিশও ষাঁটিগড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ৬০ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করেছে বলে দাবি করা হয়। অনেকদিন পর সোনামুড়া থানার পুলিশকে গাঁজা বিরোধী অভিযান চালাতে দেখা যায়। ওসি নন্দন দাসের নেতৃত্বে সেই অভিযান চলে। তবে এখনও সোনামুড়া থানার অন্তর্গত কমলনগর, পাঁচনালিয়া, মতিনগর, ময়নামা-সহ বিভিন্ন এলাকায় গাঁজা চাষ চলছে। কিন্তু পুলিশ সবকিছু জানা সত্ত্বেও সেই সব এলাকাগুলি এড়িয়ে চলাছে বলেও স্থানীয়দের অভিযোগ।

বন্ধ নেই যান সন্ত্রাস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৫ জানুয়ারি।। মঙ্গলবার গভীর রাতে যান দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন এক চালক। বিশালগড় বাঁপাস রোড এলাকায় রাস্তায় দাঁড় করানো একটি গাড়ির জন্য অন্য গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। উদয়পুরের দিক থেকে সেই গাড়িটি আগরতলার



দিকে আসছিল। বিশালগড় ব্লক এলাকার ধান বোঝাই গাড়িটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলেও অপর গাড়ির চালক কুশাশর জন্য কিছুই দেখতে পাননি। যে কারণে রাস্তার পাশের গাড়িতে গিয়ে ধাক্কা দেয়। এতে বিকট আওয়াজ শুনে এলাকাবাসী রাস্তায় ছুটে আসেন। তারা দুর্ঘটনাগ্রস্ত চালককে গাড়ি থেকে টেনে বের করে হাসপাতালে পৌঁছে দেন। কিন্তু পুলিশ রাতে ঘটনাস্থলে পা রাখেনি বলে খবর। অন্যদিকে বুধবার দুপুরে বিশালগড় জঙ্গলিয়া এলাকায় মারুতি ভ্যানের ধাক্কায় গুরুতরভাবে আহত হন আরতি ঋবিদাস নামে এক মহিলা পথচারী। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী একটি ত্রিপুরাকে ওভারটেক করতে গিয়ে মারুতি ভ্যানটি পথচারীকে ধাক্কা দেয়। পরে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে আহত মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। অপরদিকে, বুধবার রাতে মঙ্গলবার থেকে বিশালগড় ব্লক এলাকায় রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা ধান বোঝাই গাড়ির সাথে আরেকটি বাইকের সংঘর্ষ ঘটে। বাইক চালকও কুশাশর কারণে কিছুই দেখতে না পেয়ে গাড়িতে গিয়ে ধাক্কা দেয়। আহত বাইক চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন দমকল কর্মীরা। পর পর দুটি দুর্ঘটনা ঘটেছে সেই ধান বোঝাই গাড়ির জন্য। কিন্তু পুলিশ এখনও পর্যন্ত গাড়িটি সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করেনি।

হাতির আক্রমণে মৃত্যু প্রমাণিত হলে

সরকারি সাহায্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৫ জানুয়ারি।। মঙ্গলবার রাতে কল্যাণপুর থানাধীন কালিগুয়া সিপাই পাড়ায় হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয় সবজি ব্যবসায়ী সুকুমার দেবনাথের। এলাকাবাসী এবং সুকুমার দেবনাথের পরিজনরাই অভিযোগ করেছেন হাতির পদপিষ্ট হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে। তবে সরকারিভাবে ঘটনাটি প্রমাণিত হলেই সুকুমার দেবনাথের পরিবার



সরকারি সাহায্য পাবে। বুধবার নিহতের বাড়িতে যান কল্যাণপুর বন দফতর করে রেঞ্জ অফিসার রত্নদীপ চাকমা। সাথে ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, ভাইস চেয়ারম্যান রাজীব পাল-সহ অন্যান্যরা। রেঞ্জ অফিসার রত্নদীপ চাকমা নিহতের পরিবারের সদস্যদের জানান, ময়নাতদন্তের রিপোর্টে ঘটনাটি প্রমাণিত হলেই আর্থিক সাহায্য মিলবে। অর্থাৎ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট যদি বলে হাতির আক্রমণেই সুকুমার দেবনাথের মৃত্যু হয়েছে তবেই পরিবারটি সরকারি সাহায্য পাবে। ● এরপর দুইয়ের পাড়ায়

শত প্রতিবন্ধকতায়

দায়িত্ব পালনে জওয়ানরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, নতুনবাজার, ৪ জানুয়ারি।। দেশের বোয়ায় সর্বদা নিয়োজিত রয়েছে সীমান্ত বাহিনীর জওয়ানরা। যে কোন কঠিন পরিস্থিতিতে নিজেদের কঠোর প্রশ্রমও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে সীমান্ত এলাকাগুলির নিরাপত্তার দায়িত্ব দেন-রাত নিরলসভাবে নিজেদের কর্তব্য পালন করছেন। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় সীমান্ত বাহিনীর



জওয়ানরা সদা সর্বদা যেকোন কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য তৈরি রয়েছেন। বিএসএফের ১২২ নং ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা অতি সংবেদনশীল এবং দুর্গম এলাকা গুলিতে নিজেদের জীবনকে বাজি রেখে সীমান্ত

এলাকাসহ রাজ্যবাসীর কল্যাণে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন। রাজ্যের এমন কিছু দুর্গম এলাকা রয়েছে সেখানেও তারা সকল ধরনের প্রতিবন্ধক পরিস্থিতিতে জয় করে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন। দুর্গম এলাকাগুলি গভীর জঙ্গল হওয়ায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ থাকে সত্ত্বেও সব ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে উপেক্ষা করেই নিজেদের দায়িত্ব

পালন করে যাচ্ছেন। বিশেষ করে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার এসকো পাড়া থেকে অমৃত পাড়া পর্যন্ত বিশাল এলাকা জুড়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা সর্বক্ষণ নাগরিকদের স্বার্থে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছেন।

জলের দাবিতে নাগরিকদের সড়ক অবরোধ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৫ জানুয়ারি।। একদিকে রাজা সরকার বার বার বলে বেড়াচ্ছে খুব শীঘ্রই ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অটল জলথারা প্রকল্পে ইতিমধ্যে লক্ষ লক্ষ বাড়িতে নাকি জল পৌঁছেও গেছে। কিন্তু সরকারি বিবৃতি কতটা সত্য তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে নাগরিকদের মনে। কারণ, প্রতিদিনই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পানীয় জলের দাবিতে নাগরিকরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছেন। বুধবার দিনটিও সেই আন্দোলন থেকে বাদ গেলো না। বিশেষ করে কৈলাসহর মহকুমায় সবচেয়ে বেশি আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে। এদিন চত্বীপুর রকের রাস্তায় পঞ্চায়েতের নেং ওয়ার্ডের তাচাই চা-বাগান এলাকায় পানীয় জলের দাবিতে স্থানীয় নাগরিকরা সড়ক অবরোধ করেন। সংশ্লিষ্ট এলাকায় মূলত চা-বাগান শ্রমিকরাই বসবাস

করেন। প্রায় দেড়শ পরিবার সেখানে আছেন। তাদের অভিযোগ পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে চলছে। কিন্তু বার বার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও সমস্যার স্থায়ী কোনো সমাধান হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত এবং সংশ্লিষ্ট দফতর কর্তারা কেউই কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করছেন না। যার ফলে এলাকাবাসীরা পুকুরের নোংরা জল পান করতে বাধ্য হচ্ছেন। এই মরসুমে পুকুর কিংবা ডিপটিউবওয়েলের জল শুকিয়ে যায়। যার ফলে থামবাসীরা বেকায়দায় পড়েছেন। বুধবার সকাল ১০টা থেকে কালীশাসন এলাকায় কৈলাসহর-কমলপুর সড়ক অবরোধ করেন নাগরিকরা। তারা প্রকাশেই জানান গাড়ি দিয়ে শুধু পানীয় জল গ্রামে পাঠালেই চলবে না। সেইসাথে পানীয় জলের জন্য বড় পাম্প মেশিন বসাতে হবে। তা না হলে এই সমস্যার স্থায়ী

সমাধান হবে না। থামবাসীরা পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। তারা বলেন, ভোট আসলে নেতারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে জলের সমস্যা সমাধান করার আশ্বাস দেন। কিন্তু ভোট চলে গেলে তারা কিছুই করেন না। নাগরিকদের প্রশ্ন তাহলে ভোট দিয়ে কি লাভ? জনপ্রতিনিধিরা যদি জনগণের জন্য কাজ না করেন, তাহলে তাদের পদত্যাগ করাই ভালো। এদিন দুপুর আনুমানিক আড়াইটা নাগাদ ডিভল্লিউএস দফতরের আধিকারিক অবরোধ স্থলে আসেন। তিনি আশ্বাস দেন জলের সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত দফতর দু-বেলা করে গাড়ি দিয়ে জল সরবরাহ করবে। পাশাপাশি তিনি বলেন, পঞ্চায়েত থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে বড় পাম্প মেশিন বসানোর জন্য আবেদন জমা দিতে হবে সংশ্লিষ্ট দফতরে। তবেই তারা কিছু করতে পারবেন।

নাগালের বাইরে খেজুর রস ও লালি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৫ জানুয়ারি।। প্রকৃতিতে ঢেউ খেলছে পৌষ শীতেও আবহ শুরু হয়ে দিন দিন তা বেড়েই চলেছে। তীব্র শীত সঙ্গে ঘন কুয়াশা। এমন সময় শত শত গ্রাম বাংলার আরেকটি পরিচয় রয়েছে খেজুর রস এবং রসের তৈরি গুড়। বাঙালির শীতকাল মানের পিঠাপুলি। আর তার সঙ্গে না থাকে যদি খেজুরের রস, লালি ও গুড় তাহলে তো বাঙালির হৃদয় ভগ্ন হবে। বর্তমান আধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করাটা অনেকটা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে বাঙালিদের। কারণ খেজুর গাছের রস সংগ্রহ করার জন্য চাই নিষ্ঠুর একটা কৌশল বা সকলের দ্বারা সম্ভব নয় যারা পূর্বে এই কাজ করতো তারা ধীরে ধীরে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগে হারিয়ে গেছে। এখন



বাঙালির পিঠেপুলি পায়েরসে সঙ্গে যেমন দুরত্ব বেড়েছে তেমন দুরত্ব বেড়েছে খেজুর গাছের রসের সাথেও। এই আধুনিকতার যুগেও কিছু কিছু লোক এখনো সেই লোকসংস্কৃতি বাঙালিদের সকলের প্রিয় খেজুরের রস সংগ্রহ করার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করে রেখেছেন। তারই মধ্যে দীর্ঘ ২৫ বছর ধরেই খেজুর রস সংগ্রহ করে লালি বিক্রি করে সংসার প্রতিপালন করছেন তিনি। সময়ের সাথে সাথে আগেকার অনেক কিছুই প্রায় বিলুপ্ত। সোনামুড়া ময়নামা এলাকার শফিউল্লাহ জানান, প্রতিদিন প্রায় ১৫ কেজি লালি সংগ্রহ করেন তিনি। সোনামুড়া সাপ্তাহিক বাজারে ২৫০ টাকা প্রতি কেজি দরে বিক্রি করছেন। মানুষের চাহিদা রয়েছে বেশ ভালো। কষ্ট হলেও এই ভাবেই সংসার প্রতিপালন করছেন তিনি। তবে আগামী দিনগুলোতে শীতের মরসুমে খেজুর রস থেকে তৈরি লালি পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ কেননা এই কাজে এগিয়ে আসছে না বর্তমান প্রজন্ম বলে অভিমত অনেকেরই।

NOTICE INVITING e-EXPRESSION OF INTEREST NO. e-21/AGRI/EE(MECH)/2021-22			
DNIEO/No.	Item to be leased out.	Lease period	Last date of e-bidding
e-14/AGRI/EE(M)/2021-22	Selection of Agency to run with total operation & maintenance including complete commercial activity of Belonia Cold Store (2,000 MT capacity), Satchand Cold Store (1,000 MT capacity), Amarpur Cold Store (1,000 MT capacity), Tellamura Cold Store (500 MT capacity), Khowai Cold Store (1,000 MT capacity) and Bagbassa Cold Store (2,000 MT capacity), on lease as is where is and as it where it	3(three) years.	Up to 3.00 PM on 28/01/2022
The interested bidders are requested to go through website : www.tripuratenders.gov.in and may be contacted with o/o the undersigned, if desired.			
ICA-C-3258-22		Sd/-Illegible Executive Engineer (Mech) Deptt. of Agriculture & F.W Dattatila, Agartala.	

The Executive Engineer, Tellamura Division, PWD (R & B), Tellamura, Khowai, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed Percentage rate tender(s) vide **PNleT No. 17/EE/TLM/2021-22, Dt. 30/12/2021** for the following works up to **3.00 PM on 15/01/2022**. Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website <https://tripuratenders.gov.in> from **01/01/2022 to 15/01/2022**. Other necessary information can be seen in the Division office in office hour.

Sl. No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF TENDER
1.	Erection of permanent structure in form of public hoarding board at identified 2(Two) prominent public places to highlight the issues of plastic waste management and their disposal. (3rd call)	Rs. 1,64,732.00	Rs.1,647.00	01 (One) Month	Appropriate Class
DNleT No: 07/EE/TLM/PWD(R&B)/2021-22.		Sd/- Illegible (Er. G. Jamatia) Executive Engineer Tellamura Division, PWD (R&B)			
ICA-C-3250-22					

NOTICE INVITING TENDER	
NO.F-10(13)-D/J/D/ABS/2022/	Dated-05.01.2022
Sealed tenders / quotations are invited from the recognized service provider for the Annual Maintenance Contract for the F.Y- 2022-23 for Computers & its peripherals, Networking items, LAN items and UPS and its Batteries etc. which are installed in the Court Complexes of Ambassa, Kamalpur. Gandacherra and Longtharai-Valley under Dhalai Judicial District.	
The last date of submission of Quotation-19.01.2022 within 4:30 pm. The date of opening the Tender/Quotation- 26.01.2022 at 3:00 pm. For details to see the website:- https://districts.ecourts.gov.in/india/tripura/dhalai/tender	
Sd/-Illegible District & Sessions Judge Dhalai Judicial District, Ambassd	
ICA-C-3260-22	

Notice Inviting e-Tender	
No.F.17(22)/DIT/IT/2018/	Dated, 5th January, 2022
e-Tenders are hereby invited by the Directorate of Information Technology, Government of Tripura. ITI Road, Indranagar, Agartala-6 for "Request for Proposal (RFP) for Selection of Agency for Engagement of Cyber Security Professionals". Details of tender document are available on https://tripuratenders.gov.in and https://dit.tripura.gov.in and https://tripura.gov.in and the bid is to be submitted online.	
Sd/- Illegible (Dr. Naresh Babu N) Director, IT, Govt. of Tripura	
ICA-C-3257-22	

আজ রাখাল শিল্ডের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারিঃ প্রথম দল হিসাবে ইতিমধ্যেই রাখাল শিল্ডের ফাইনালে পৌঁছে গেছে ফরোয়ার্ড ক্লাব। ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ কারা হবে তা আগামীকাল ঠিক হবে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে বীরেন্দ্র ক্লাব বনাম এগিয়ে চল সংঘ। বীরেন্দ্র ক্লাব আগের ম্যাচে পুলিশকে হারিয়েছে। দলে কোন বিদেশি ফুটবলার নেই। স্থানীয় ফুটবলারদের নিয়েই তারা মাঠে নামবে। রয়েছে দুইজন ভিনারাজের ফুটবলার। প্রথম ম্যাচে এই দুই ফুটবলারটি প্রথম সর্বকার মাঝে মাঝে বলক দেখালেও ধারাবাহিক নয়। বিষয়গুলি মাথায় রেখেই

অন্যতম ভরসার জায়গা। পুনুনো নিয়ো এবং নিজোয়াম এই দুই ভিনরাজের ফুটবলার কিরকম ছন্দে থাকে সেটাই দেখার। তবে পাশাপাশি বীরেন্দ্র ক্লাবের হয়ে খেলতে নামবে স্টিফেন পল ডার্লং, লালনুন রুইয়া ডার্লং, মেচার ডার্লং, অ্যালিয়া ডার্লং-র মতো ফুটবলাররা। বয়স কম, পাশাপাশি গতিময়। অভিজ্ঞ প্রথম সর্বকার এবং মেনিস্টার হালামও বীরেন্দ্র ক্লাবের হয়ে নামবে। তবে পুরোনো মেনিস্টার-কে এখন আর দেখা মিলে না। গতি মছরতায় ভুগছে এই ফুটবলারটি। প্রথম সর্বকার মাঝে মাঝে বলক দেখালেও ধারাবাহিক নয়। বিষয়গুলি মাথায় রেখেই

নামতে হবে বীরেন্দ্র ক্লাবকে। লিয়োনে একজন ফুটবলার নেওয়া হয়েছে। রিচার্ড ত্রিপুরা-কে আগামীকাল প্রথম একাদশে দেখা যেতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে শিল্ডের খোঁচা ঘরে তুলতে পারছে না বীরেন্দ্র ক্লাব। এবার কি সেই লক্ষ্য পূরণ হবে? নিশ্চিত করে কিছু বলেননি কোচ সুজিত ঘোষ। শুধু লড়াই করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। অন্যদিকে, তারকাখচিত দল নিয়ে মাঠে নামছে এগিয়ে চল সংঘ। গোলকিপার থেকে শুরু করে আক্রমণভাগ পর্যন্ত সব জায়গাতেই রাজ্যের সেরা ফুটবলাররা রয়েছে। তবে দলটির প্রধান শক্তি হলো আক্রমণভাগ।

বিদেশি অ্যারিস্টাইড, দেবশিস রাই এবং রাজীব সাধন জমতিয়া এই ত্রিফলা আক্রমণ এগিয়ে চল সংঘ-র প্রধান শক্তি। বলা যায়, বীরেন্দ্র ক্লাব যদি ত্রিফলা আক্রমণকে রংখে দিতে পারে তবে এগিয়ে চল সংঘ ছন্দ হারিয়ে ফেলবে। কারণ তাদের আক্রমণভাগের মতো ধারাবাহিক নয় রক্ষণভাগ। আগের ম্যাচে বেশ কিছু ভুল করেছে এগিয়ে চল সংঘের রক্ষণভাগ। বেশ কয়েক বছর পর কোচিং-এ এসেছেন সুজিত হালাল। তারকাখচিত দল নিয়ে যদি সাফল্য এনে দিতে না পারেন তবে সেই ব্যর্থতার দায় তাকেই নিতে হবে।

আজ মধুসূদন স্মৃতি ভলিবলের ফাইনাল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারিঃ আগামীকাল উমাকান্ত ভলিবল কোর্টে মধুসূদন স্মৃতি ভলিবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। বিকাল তিনটায় শুরু হবে এই ম্যাচ। ম্যাচের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হবে। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এবং বিএসএফ-র আইজি সহ অন্যান্যরা। ফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হবে বিএসএফ এবং বিশালগড় পিসি।

অনুরাগী-কে উড়িয়ে দিয়ে ফাইনালে এনএসআরসিসি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারিঃ ক্রিকেট অনুরাগী-কে উড়িয়ে অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটের ফাইনালে পৌঁছে গেলো এনএসআরসিসি। ফাইনালে তাদের খেলতে হবে চাম্পামুড়ার বিরুদ্ধে। বলতে হবে চলতি অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে সেরা দুই ধারাবাহিক দলই ফাইনালে পরস্পরের মুখোমুখি হবে। এডিংগার, জিবি, এনএসআরসিসি বা মডার্ন সিএ সুপারে উঠলেও কোন দলই এনএসআরসিসি কিংবা চাম্পামুড়ার বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেনি। এদিন নরসিংগড় পঞ্চায়তে মাঠে অনুরাগী-কে ৭ উইকেটে বিধ্বস্ত করলো এনএসআরসিসি। মূলতঃ বোলারদের দাপটে জয় তুলে নিয়েছে এনএসআরসিসি। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২৮.১ ওভারে সবকয়টি উইকেট হারিয়ে মাত্র ৬৬ রান করে ক্রিকেট অনুরাগী। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ২১ রান করে অয়ন রায়। এনএসআরসিসি-র হয়ে সুরজিৎ দেববর্মী ৩টি এবং আনন পাল, মহম্মদ মহিন চৌধুরী ২টি করে উইকেট নেয়। জর্গে ব্যাট করতে নেমে ১৮.৩ ওভারে মাত্র ৩টি উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় এনএসআরসিসি। শঙ্খনীল সেনগুপ্ত ২১ এবং সাগিক দত্ত ১৬ রান করে। ৭ উইকেটে জয় পায় এনএসআরসিসি। এই জয়ের সুবাদে তারা পৌঁছে গেলো ফাইনালে।

সোমরাজ-র দাপটে এডিনগরের দ্বিতীয় জয়

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারিঃ ব্যাটে-বলে দূরত্ব পারফরম্যান্স করলো সোমরাজ-র। মূলতঃ তার দাপটে জিবি-কে ৫৬ রানে হারিয়ে দিলো এডিনগর প্লে সেক্টর। যদিও ফাইনালে যাওয়ার সম্ভাবনা আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে এদিনের জয়ের ফলে সুপার সিল্ডে ৩ নম্বর স্থানে উঠে এলো এডিনগর। বলা যায়, সাব্বু না পুরস্কার পেলে। এটা সম্ভব হয়েছে সোমরাজ-র জন্য। প্রায় একাই জয় এনে দিয়েছে এডিনগর-কে। এদিন এমবিবি স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে এডিনগর ৪০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৫১ রান করে। সৌরভ সর্বকার ৩৭, মেহাল দত্ত ৩১, সোমরাজ দে ২৯ এবং দীপ ঘোষ ২০ রান করে। জিবি-র হয়ে উজ্জয়ন বর্মণ ৩টি এবং রাজবীর খান ২টি উইকেট নেয়। জর্গে ব্যাট করতে নেমে সোমরাজ-র দূরত্ব বোলিং-র সামনে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে জিবি। ৩৩.২ ওভারে মাত্র ৯৫ রানে শেষ হয় তাদের ইনিংস। সমরাংগ পাল ২৭, উদয়ন পাল ১৯ এবং উজ্জয়ন বর্মণ ১৯ রান করে। এডিনগরের হয়ে সোমরাজ দে দূরত্ব বোলিং করে। মাত্র ৮ রান খরচ করে তুলে নেয় ৫টি উইকেট। প্রাথমিক পর্বে এডিনগর বেশ ভালো পারফরম্যান্স করেছিল। সুপার সিল্ডেও চাম্পামুড়ার বিরুদ্ধে দারুণ লড়াই করেছে এডিনগর। বলা যায়, সুপার সিল্ডে এখনও পর্যন্ত চাম্পামুড়াকে কিছুটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পেরেছিল এডিনগর। যদিও তাদের শেষ পর্যন্ত ফাইনালে খেলা হচ্ছে না। তবে দলটির খেলার মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা ক্রিকেট প্রেমীদের নজর কেড়ে নিয়েছে।

উদ্‌বোধনী ম্যাচে জয়ী কিল্লা



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারিঃ টিএফএ পরিচালিত মহিলা লিগের উদ্‌বোধনী ম্যাচে জয় পেলো কিল্লা মর্নিং ক্লাব। বুধবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে তারা চলমান সংঘ-কে নিয়ে শ্রেফ ছেলেখেলা করলো। ৮-১ গোলের বিশাল ব্যবধানে জয় তুলে নেয়। শুরু ২ মিনিটে প্রথম মিনিটে তুলে নেয় আট নম্বর গোলটি। মহিলা ফুটবলে এবারই প্রথমবার অংশগ্রহণ করেছে তারা। বলাই বহলা, প্রথম ম্যাচেই নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করতে সক্ষম হলো তারা। দীর্ঘদিন ধরেই

কিল্লা ফুটবলার সর্ববরাহের একটি সোনার খনি। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের ফুটবলেও যে তারা কম যায় না সেটা এদিন বোঝা গেলো। প্রশ্ন উঠেছে যে, এতদিন কেন তারা মহিলা ফুটবলে অংশ নেয়নি। প্রতিপক্ষ চলমান সংঘ অনেকদিন ধরেই মহিলা ফুটবলে অংশগ্রহণ করছে। মূলতঃ প্রতিভা তুলে আনার জন্যই নিয়মিতভাবে তারা অংশগ্রহণ করে। এবারও এক ঝাঁক নতুন মেয়েদের নিয়ে দল গড়েছেন কোচ সূজন সর্বকার। উমাকান্ত ময়দানের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই তার প্রধান লক্ষ্য। এভাবেই অতীতে অনেক খেলোয়াড় তুলে এনেছেন। এদিন কিল্লার বিরুদ্ধে চলমান সংঘ বিশেষ প্রতিরোধ গড়ে

তুলতে পারেনি। তবে চলমান সংঘ-র ফুটবলারদের কাছে এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে। কিল্লার হয়ে স্থানীয় ফুটবলার ছাড়াও স্পোর্টস স্কুলের কয়েকজন প্রাক্তনি মাঠে নেমেছিল। ফলে তাদের খেলার মধ্যে শুরু থেকেই একটা ঝাঁক লক্ষ্য করা গেলো। যদিও পাসিং গেমের ক্ষেত্রে দুইটি দলই একইরকম দুর্বল। ম্যাচের ২ মিনিটে লক্ষ্মী কলই এগিয়ে দেয় কিল্লাকে। ৭ মিনিটে ব্যবধান বাড়ায় প্রীতি জমতিয়া। এরপর ২০, ২৮ এবং ৩৪ মিনিটে পর পর ৩টি গোল করে কিল্লাকে ৫-০ গোলে এগিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি নিজের হ্যাটট্রিকও সম্পন্ন করে। প্রথমার্ধে

●এরপর দুইয়ের পাতায়

এনসিএ’তে লক্ষ্মণ-র নজরে অমিত

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারিঃ এনসিএ-তে অনুশীলনের প্রথম দিনেই চিফ কোচ ভিভিএস লক্ষ্মণ-র নজর কেড়ে নিয়েছে ত্রিপুরার প্রতিভাবান লেগস্পিনার অমিত আলি। দেশের অন্য এক প্রতিভাবান পেস বোলার কমলেশ নাগরকাটি সহ আরও দুইজন অমিত-র সাথে এনসিএ-র শিবিরে সুযোগ পেয়েছে। আগামী ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত এই শিবির চলবে। জাতীয় নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান চৈতন শর্মাও ব্যঙ্গালুরুতে পৌঁছে গিয়েছেন। বলা যায়, অমিত-র

সামনে একটি দারুণ সুযোগ এসেছে। যতদূর খবর, এই সময়ে দেশে যজুবেন্দ্র চাহাল ছাড়া আর সেরকম প্রতিভাবান লেগস্পিনার নেই। অন্তত নির্বাচকদের কাছে সেই ধরনের লেগস্পিনারের সম্ভান নেই। এই অবস্থায় জাতীয় আসরে ভালো পারফরম্যান্স করে নির্বাচকদের নজর কেড়ে নিয়েছে ত্রিপুরার অমিত আলি। নির্বাচকরা অমিত সহ আরও কয়েকজন ক্রিকেটারকে দেখে নিতে চাইছেন। এই কারণেই এনসিএ-র বিশেষ শিবিরে তাদের ডাকা হয়েছে। অমিত-র সাথে এদিন কথা

বলেছেন চিফ কোচ লক্ষ্মণ। বেশ কিছু প্রয়োজনীয় উপদেশ পেয়েছে এই কিংবদন্তী ক্রিকেটারের কাছ থেকে। স্বভাবতই উচ্ছৃঙ্খল অমিত। সে জানায়, সুযোগটা কাজে লাগানোর জন্য অপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবো। অমিত একটা বিষয় প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ভালো পারফরম্যান্সের কোন বিকল্প নেই। ত্রিপুরার অমিত আলি। নির্বাচকরা অমিত সহ আরও কয়েকজন ক্রিকেটারকে দেখে নিতে চাইছেন। এই কারণেই এনসিএ-র বিশেষ শিবিরে তাদের ডাকা হয়েছে। অমিত-র সাথে এদিন কথা

●এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রিমিয়ার ক্রিকেট শুরু ৮ জানুয়ারি



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৫ জানুয়ারিঃ আগামী ৮ জানুয়ারি থেকে কুমারঘাটের পূর্ত জয় পায় এনএসআরসিসি। এই জয়ের সুবাদে তারা পৌঁছে গেলো ফাইনালে।

কুমারঘাট প্লে সেক্টরের তরফে একটি সাংঘাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতাকে সফলভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে একটি আয়োজক কমিটি। কমিটির

চেয়ারম্যান হয়েছেন কুমারঘাট পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পবন পাল, আহ্বায়ক অনাদি দেব এবং কোষাধ্যক্ষ বিদ্যুৎ চন্দা। সাংঘাতিক সম্মেলনে প্লে সেক্টরের অন্যান্য কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

মহকুমা ক্রিকেটের প্রতি বঞ্চনা

টিসিএ-র অ্যাপেল কাউন্সিলার পদ ছাড়তে চাইছেন কেউ কেউ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারিঃ শুধু যে আগরতলা ক্লাব ক্রিকেটকে শুদ্ধ করে রাখা হচ্ছে তা নয়, টিসিএ-র বর্তমান কমিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ মহকুমা ক্লাব ক্রিকেটকেও এক প্রকার পঙ্গু করে রাখার কাজ চলিয়ে যাচ্ছে। জানা গেছে, মহকুমা ক্রিকেটের প্রতি টিসিএ-র বর্তমান কমিটির বেশমামূলক আচরণ, আর্থিক অবরোধ সহ একাধিক ইস্যুতে নাকি বেশ কয়েকজন মহকুমা়ার প্রতিনিধি টিসিএ-র আ্যপেল কাউন্সিলার পদ ছেড়ে দিতে চাইছেন। তারা নাকি ঘনিষ্ঠ মহলে অভিযোগ করেছেন যে, টিসিএ-র বর্তমান কমিটি মহকুমা ক্রিকেটের সর্বনাশ করেছে। দুই বছর হলো মহকুমাতে কোন ক্লাব ক্রিকেট হয় না। যদিও মহকুমা ক্রিকেটের অন্যতম শক্তি ক্লাবগুলি। কিন্তু দুই বছর ধরে মহকুমাগুলিতে সব ধরনের ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ। মহকুমাগুলিতে অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট হলেও গুরুত্বপূর্ণ যা তা হচ্ছে না। ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ থাকায় শুধু যে

ক্লাবগুলি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা নয়। মহকুমা ক্রিকেটও ক্ষতি হচ্ছে। জানা গেছে, মহকুমা়ার একটি ক্লাব ক্রিকেট ম্যাচে টিসিএ থেকে এতদিন ১০ হাজার টাকা দেওয়া হতো। একটি ম্যাচেও এক সবচেয়ে বেশি ৭২টি স্যচ হতে পারে। অর্থাৎ ৭২টি ম্যাচ হলে ৭.২০ লক্ষ টাকা। টিসিএ-র এই ৭.২০ লক্ষ টাকার একটা শেয়ার পাবে ক্লাবগুলি। বাকি টাকা ম্যাচের আয়োজন, আম্পায়ারের খরচ। কিন্তু দুই বছর হতে চললো মহকুমা়ার ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ। অন্যতম কারণ হচ্ছে টিসিএ নাকি মহকুমাগুলিকে ক্লাব লিগ বা ক্লাব ক্রিকেটের কোন অনুমতি দিচ্ছে না। এক্ষেত্রে অভিযোগ যে, টিসিএ যেহেতু আগরতলা ক্লাব ক্রিকেট শুরু করতে চাইছে না তাই তারা নাকি মহকুমাতেও ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ করে রাখছে। টিসিএ-র এই

ভূমিকায় মহকুমা ক্রিকেট সংস্থাগুলি রীতিমত ক্ষুব্ধ। তবে টিসিএ-র সভাপতি যেহেতু শাসক দলের সভাপতিও তাই মহকুমাগুলি বিরোধ করতে পারছে না। একই অবস্থা আশুবা ক্রিকেট ক্লাবগুলিও। তারাও শাসক দলের সভাপতির ভয়ে হয়তো চুপ। তবে জানা গেছে, টিসিএ-র বর্তমান কমিটির বিভিন্ন কাজকর্ম এবং ক্রিকেট বিরোধী মনোভাবে কয়েকটি মহকুমা়ার ক্রিকেট প্রতিনিধিরা টিসিএ-র সভাপতি তখন পদে থেকে কি ছেড়ে দিতে চাইছেন। তাদের মধ্যে কয়েকজনের বক্তব্য, ২৮ মাসে যখন ক্রিকেটের জন্য কোন কাজই করতে পারা যায়নি তখন পদে থেকে কি লাভ। খবরে প্রকাশ, আগামী কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো বেশ কিছু টিসিএ-র সভাপতিরা জাানিয়ে দেওয়া হবে যে, তারা আর টিসিএ-র আ্যপেল কাউন্সিলার পদে থাকতে নারাজ। এখন দেখার, তারা আদৌ সাহস সঞ্চার করতে পারে কি না।

ফাইনালে উঠলো চাম্পামুড়া

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারিঃ সপ্তম অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটের ফাইনালে উঠে গেলো চাম্পামুড়া। প্রথম তিন ম্যাচ জয়ের পরই তাদের ফাইনালে যাওয়া প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। বুধবার মডার্ন-কে ৫৯ রানে হারিয়ে স্থান পাকা করলো। চলতি অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে এখনও পর্যন্ত অপরাজিত চাম্পামুড়া। প্রাথমিক পর্বে সবগুলি ম্যাচে জয়ের পর সুপার সিল্ডেও টানা চারটি ম্যাচে জয় তুলে নিলো। শুধু জয় তুলে নিয়েছে বলা ভুল, প্রতিপক্ষকে এক প্রকার উড়িয়ে দিয়ে একের পর এক জয় তুলে নিয়েছে তারা। এদিন নিপকো মাঠেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপকে পূঁজি করে এদিনও

●এরপর দুইয়ের পাতায়

তৃতীয় দিনের শেষে ১২২ রানে পিছিয়ে থেকেও এগিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাই

কেপটাউন, ৫ জানুয়ারি।। দিনের শুরুতে ভারতীয় সমর্থকদের নজর ছিল চেতেশ্বর পূজারা এবং অজিঙ্কর রহাণের দিকে। তাঁদের অভিজ্ঞ ব্যাটিং শুরুটা করে দিলেও শেষ করতে পারল না। সেই সুযোগটিই নিল দক্ষিণ আফ্রিকা। শাদুল ঠাকুরের আধাসী ব্যাটিং, হনুমা বিহারীর চোয়াল চাপা লড়াইকে ভুলিয়ে দিতে চলেছেন ডিন এলগার। ভারতের থেকে আর মাত্র ১২২ রান পিছিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা। হাতে রয়েছে উই উইকেট, দুটো দিন। এমন অবস্থায় ব্যাটিং দলেরই যে পাল্লা ভারি তা বলাই যায়। তবে ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা, সেখানে চতুর্থ দিনের সকালে বুমরা, শামিরা যে টেস্ট নিজেদের দিকে ঘুরিয়ে দেবেন না তা স্পষ্ট করে বলা যাবে না। কিন্তু সকালে

●এরপর দুইয়ের পাতায়



নন্দীদের জন্যই অমরপুর, উদয়পুরে কোন জিমন্যাস্ট তৈরি হয়নিঃ অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারিঃ বাম আমলেই অমরপুর এবং উদয়পুরে জিমন্যাস্টিক্স-র প্রসারে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সেই সময় দীপা কর্মকার হয়তো মাঠেই ছিলেন না। তারপরও তৎকালীন বাম সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রী জিতেন চৌধুরী আগরতলার বাইরে অমরপুর ও উদয়পুরে জিমন্যাস্টিক্স-র প্রসারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ক্রীড়া দফতর

অমরপুরকে গুরুত্ব দিয়েছিল মূলতঃ পাহাড়ি জন পদের ছেলে-মেয়েদের শরীরের গঠন দেখে। ক্রীড়ামন্ত্রীর নির্দেশে অমরপুরে জিমন্যাস্ট গড়ে তোলার জন্য পাঠানো হয়েছিল প্রশিক্ষক বিশ্বেশ্বর নন্দীকে। তখন অবশ্য তিনি দীপা-র কোচ বা প্রোগার্মার ছিলেন না। কিন্তু তার পরও বিশ্বেশ্বর নন্দী-র উপর ভরসা করে অমরপুরে চালু করা হয়েছিল রাজা সরকারের জিমন্যাস্টিক্স সেন্টার। পাশাপাশি উদয়পুরেও জিমন্যাস্টিক্স সেন্টার চালু করা হয়। সেখানে ক্রীড়া পর্যদ থেকে পাঠানো হয় সাই কোচ সোমা নন্দী-কে। পাঠকদের জেনে রাখা ভালো সোমা নন্দী হলেন দীপা-র প্রথম কোচ এবং বিশ্বেশ্বর নন্দী-র স্ত্রী। অর্থাৎ বাম আমলে অমরপুর ও উদয়পুরে জিমন্যাস্টিক্স সেন্টার খুলে সেখানে নতুন নতুন জিমন্যাস্ট তৈরি করার জন্য বিশ্বেশ্বর নন্দী ও সোমা নন্দী-র কাঁধেই দায়িত্ব দেওয়া

হয়েছিল। কিন্তু অমরপুর গিয়ে জিমন্যাস্ট তৈরির কাজে নাকি নন্দী স্যারের তেমন আগ্রহ বা উৎসাহ ছিল না। কয়েক মাস নিয়ম রক্ষার জন্য তিনি সেখানে গেলেও পরে নেতা-নেত্রীদের ধরে আবার আগরতলায়। সোমা নন্দী কিছু সময় উদয়পুরে কাজ করেন তবে অভিযোগ, তিনি নাকি উদয়পুরে জিমন্যাস্ট তৈরিতে কোন সময়েই উৎসাহী ছিলেন না। ফলে বাম আমলে উদ্যোগ নেওয়া হলো নন্দী স্যার এবং নন্দী ম্যাডাম সেভাবে কাজ না করায় অমরপুর ও উদয়পুরে জিমন্যাস্টিক্স সেভাবে সাফল্য পায়নি। রাজ্যের কয়েকজন সিনিয়র জিমন্যাস্ট কোচই একথাগুলি মিডিয়াকে জানান। তারা বলেন, বাম আমলে যদি নন্দী স্যার অমরপুরে এবং নন্দী ম্যাডাম উদয়পুরে ঠিকভাবে কাজ করতেন তাহলে আজ অমরপুর ও উদয়পুর থেকে অনেক জিমন্যাস্ট হয়তো উঠে

আসতো। তারা বলেন, এখন হঠাৎ করে উদয়পুর নিয়ে হেঁচকি হচ্ছে। কিন্তু এই উদয়পুরেই তো নন্দী ম্যাডাম ছিলেন। কেন তখন তিনি উদয়পুরে মন দিয়ে কাজ করেননি? বাম আমলেই তো তাকে উদয়পুর পাঠানো হয়েছিল। আসলে নন্দী স্যার বা নন্দী ম্যাডাম কখনও চাননি আগরতলার বাইরে কাজ করতে। তাই তারা অমরপুর বা উদয়পুর গেলেও তারা ইচ্ছা করই সেখানে জিমন্যাস্ট তৈরি করে ননি। উদয়পুরে তো জিমন্যাস্ট নেই তার জন্য ভো নন্দী ম্যাডাম দায়ী। তিনি তো মাত্র কয়েকদিন আগে অবসরে গেলেন। কেন তিনি উদয়পুরে জিমন্যাস্ট তৈরি করেননি। এখন তিনি অবসরে গেলেন আর নন্দী স্যার ব্যস্ত হলেন উদয়পুর নিয়ে। অমরপুরে কেন নন্দী স্যার জিমন্যাস্ট তৈরি করলেন না? ●এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রীতি ভলিবল ম্যাচে জয়ী বিএসএফ



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, নতুনবাজার, ৫ জানুয়ারিঃ প্রীতি ভলিবল ম্যাচে জয় পেলো বিএসএফ। বুধবার করবুক মহকুমার অধীন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার জলশিয়া ফরোয়ার্ড-এ বিএসএফ ১৫৬ নং ব্যাটালি়নের উদ্যোগে এই প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করা হয়। ম্যাচে মুখোমুখি হয় বিএসএফ এবং স্থানীয় জলশিয়া এডিসি ভিলেজ। ম্যাচে জয় পায় বিএসএফ।

পরিবার আক্রান্ত

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি।। ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের (বিসিসিআই) প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলি কয়েকদিন আগে করোন ভাইরাসে আক্রান্ত হন। এবার তার মেয়ে সানা গাঙ্গুলিসহ পরিবারের চার জনের করোনা ধরা পড়ছে। সানা সব অন্যদের কোনো উপসর্গ নেই এবং তারা নিজ বাসায় আইসোলেশনে আছেন। তবে সৌরভের স্ত্রী ডোনা গাঙ্গুলি করোনা টেস্টে নেগেটিভ হয়েছেন। এর আগে গত ২৭ ডিসেম্বরে করোনায়

●এরপর দুইয়ের পাতায়


9436940366

BAPPIRAJ FURNITURE

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

① Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

বিয়ের ফার্নিচারের বিপুল সম্ভার





চিকিৎসকের মৃত্যুতে বাকরুদ্ধ এলাকাবাসী



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অমরপুর, ৫ জানুয়ারি।। তরুণ দত্ত চিকিৎসকের মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকের আবহ বিরাজ করছে অমরপুর শহর এলাকায়। সবে মাত্র এমডিএস'র পড়াশোনা শেষ করেছেন অমরপুর রামচাঁকুর সেবাস্থম সংলগ্ন এলাকার সুরত সাহা। এখনও পুরোদমে পেশাগত দায়িত্ব পালন শুরু করেননি। বিয়ের

এক বছরও হয়নি। পরিবারের লোকজন তাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন। ভেবেছিলেন পেশাগত দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে সমাজের উন্নয়নে সুরতও অংশীদার হবেন। কিন্তু অসময়ে তাকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে তা কেউ স্বপ্নও ভাবেননি। মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক ছিল। রাতে খাওয়া-দাওয়া সেের সুরত বাড়ির

ছাদে উঠেছিলেন। কিন্তু আচমকা তিনি ছাদেই পড়ে যান। বেশকিছু সময় ধরে ছাদ থেকে নিচে না আসায় পরিজনরা তাকে খোঁজাখুঁজি করেন। পরে তাদের মধ্যে কোন একজন ছাদে গিয়ে সুরত সেখানেই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছেন। পরিবারের লোকজন তাকে সঙ্গে সঙ্গে অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কিন্তু কর্তব্যরত

চিকিৎসক তাকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তার মৃত্যুর খবর পরিবারের সদস্যদের কানে পৌঁছা মাত্রই তারা কান্নায় ভেঙে পড়েন। কারণ, ঘটনাটি তাদের কাছে কতটা অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সবার মনেই প্রশ্ন দেখা দেয় কি কারণে সুরত'র মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসকদের সাথে পরিবারের লোকজন কথা বলার পর ধারণা করছেন হয়তো ব্রেনস্টোকে আক্রান্ত হয়েছেন তরুণ চিকিৎসক। ঘটনার সময় সুরত'র স্ত্রী বাপের বাড়িতে ছিলেন বলে খবর। যেহেতু, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে, তাই ওই রাতে সুরত'র মৃতদেহ অমরপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়। বুধবার ময়নাতদন্তের পর তার নিখর রেহ তুলে দেওয়া হয় পরিজনদের হাতে। মৃতদেহ হাসপাতাল থেকে বাড়িতে নিয়ে আসার পর কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিজনরা। ছেলে হারানোর যন্ত্রণা পরিবারের সদস্যদের চোখেমুখে একেবারে স্পষ্ট ছিল। শুধুমাত্র পরিবারের সদস্যরাই নন এলাকাবাসীও সুরত'র মৃত্যুকে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

শহরে তরুণীর রহস্য মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। রহস্যজনকভাবে নিজ বাড়িতেই উদ্ধার হলো ২১ বছরের তরুণীর দেহ। ঘটনা শিবনগর লোটিস ব্লাব এলাকায়। নিজের ঘরেই এই যুবতিতরুণী ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে বলে পরিবারের লোকজনদের দাবি। কিন্তু কি কারণে এই আত্মহত্যা তার কোনও কিছুই পুলিশকে জানাতে পারেননি নিহতের পরিজনরা। মৃত তরুণীর নাম পৃথ্বী সাহা। ঘটনাটি হয়েছে মঙ্গলবার গভীর রাতে। রাতেই পৃথ্বীকে তার বাড়ির লোকজন নিজের ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান বলে দাবি করা হয়েছে। খবর দেওয়া হয় পূর্ব মহিলা থানায়। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জিবিপি হাসপাতালে পাঠায়। তবে মৃত্যুর দেহ উদ্ধার ঘিরে রহস্য দেখা দিয়েছে গোটা এলাকায়। একটি গুড্ডা দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়েছিল বলে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম : ৪৭,৯৫০

ভরি : ৫৫,৯৪১

পুলিশ রিমান্ডে বিশাল ঋষিদাস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। দুর্গা চৌমুহনিতো বিজয় দাস হত্যা মামলায় বিশাল ঋষিদাসকে তিনদিনের জন্য পুলিশ রিমান্ডে পাঠানো আদালত। জেলহাজত থেকে বুধবারই বিশালকে পশ্চিম জেলার সিজেমম আদালতে হাজির করা হয়। পুলিশের দাবি, দুর্গা চৌমুহনিতো বিশাল খুনের ঘটনার এখনও মূল উদ্দেশ্য জানা যায়নি। কোথা থেকে বিশাল ছুরি পেয়েছিল তাও জানা দরকার। এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে তাকে থানার হেফাজতে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। আদালত পুলিশের এই বক্তব্য মেনে ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত বিশালকে পুলিশ রিমান্ডে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। ওইদিন তদন্তকারী পুলিশ অফিসারকে মামলার কেইস ডায়েরিও হাজির করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

রেশন আনতে গিয়ে যান সন্ত্রাসের বলি বৃদ্ধার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। বছরের শুরু থেকেই প্রত্যেকদিন রক্তে লাল হচ্ছে রাজ্যের রাস্তাঘাট। যান সন্ত্রাসে মৃত্যু কিছুতেই থামছে না। প্রত্যেকদিনই মৃতদেহ যাচ্ছে হাসপাতালগুলিতে। যান সন্ত্রাস রুখতে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন এখন পর্যন্ত কার্যকরী কোনও ব্যবস্থা নিতে পারেনি। শহরের মধ্যেই কিছু ট্রাফিক পুলিশকর্মী টাকা রোজগারে ব্যস্ত থাকেন। যান সন্ত্রাস রুখতে এই কর্মীদের কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ দেখতে পান না রাজ্যবাসীরা। শুধুমাত্র সরকার এবং ব্যক্তিগত কোষাগারে টাকা বাড়ানাই এই কর্মীদের লক্ষ্য বলে অভিযোগ। বুধবারও সকাল শহরের



অভয়নগর এলাকায় যান সন্ত্রাসে মৃত্যু হয়েছে এক প্রবীণার। নিহত প্রবীণার নাম শান্তি দেববর্মা (৬৪)। তিনি সকাল সাড়ে সাটটা নাগাদ অভয়নগর লালস্কুল এলাকায় রেশনে চাল আনতে রওয়ানা দিয়েছিলেন। রাস্তায় একটি বাইক

তাকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। রাস্তার মধ্যেই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকেন শান্তি। তাকে এলাকাবাসীরা জিবিপি হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান এই

● এরপর দুইয়ের পাতায়

অনিয়ন্ত্রিত গাড়ি ঢুকে পড়লো দোকানে



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৫ জানুয়ারি।। রাস্তার পাশের দোকানে ঢুকে পড়ে অনিয়ন্ত্রিত গাড়ি। যার ফলে আহত হন দোকানের মালিক এবং কর্মচারী। তবে সরাসরি গাড়ির ধাক্কা তাদের শরীরে লাগেনি। ঘটনার সময় দোকানে ৪০ লিটার দুধ গরম করা হচ্ছিল। তখনই অনিয়ন্ত্রিত গাড়িটি হঠাৎ দোকানে ঢুকে পড়ে। যার ফলে গরম দুধ ছিটকে পড়ে দোকান

মালিক এবং কর্মচারীর শরীরে। তাদের দু'জনের শরীরের বিভিন্ন অংশ বলসে যায়। দু'জনকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় গোমতী জেলা হাসপাতালে। বুধবার বিকেলে উদয়পুর বাগমাস্তিত সাউথগেটস্থিত এই দুর্ঘটনা। আহত দোকান মালিক এবং কর্মচারীর নাম প্রদীপ ঘোষ ও দীপক খোম। তাদের কথা অনুযায়ী অল্পেতে দু'জন প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন। তবে তাদের শরীরের বিভিন্ন অংশ গরম দুধে বলসে গেছে। অনিয়ন্ত্রিত গাড়িটি যেভাবে

দোকানে ঢুকে পড়ে তাতে স্থানীয় লোকজনও আঁতকে উঠেন। তবে গাড়ি চালককে পরবর্তী সময় সেখানে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এলাকাবাসীর কথা অনুযায়ী দুর্ঘটনার পরই গাড়ি চালক গা-ঢাকা দেয়। পুলিশ এবং দমকল বাহিনীও ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তবে তাদের আসার আগেই আহতদের

● এরপর দুইয়ের পাতায়

সমস্যার সমাধান

মুঠকরণী, বকীকরণ স্পেশালিস্ট



বাবা আমিল সুফি

প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সন্তান ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুণ্ডাবিন্দা, কালাঘাত, মুঠকরণী, যাদুটোনা, বকীকরণ স্পেশালিস্ট।

CONTACT
9667700474

মৃত্যুর সংখ্যা ১২১

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। আবারও মৃত্যু ১০৩২৩'র এক শিক্ষকের। বুধবার সকালে বিশালগড় মহকুমার অন্তর্গত সাতমুড়ায় ফলরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান ১০৩২৩'র আরেক



শিক্ষক। তার নাম জীবন দেববর্মা (৪৩)। তিনি স্নাত্তক শিক্ষক ছিলেন। তাকে নিয়ে ১২১ জন চাকরিচ্যুত শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যুর ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন ১০৩২৩ শিক্ষকরা। জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি ১০৩২৩'র নেতা কমল দেব জানিয়েছেন, চাকরি হারানোর পর থেকে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন জীবন। কীভাবে সংসার চালাবেন তার চিন্তায় শেষ পর্যন্ত বুধবার সকালে ফলরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এই মৃত্যুর ঘটনায় জীবনের পরিবারের লোকজন ভেঙে পড়েছে। তার ফলরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন পরিবারের লোকজন। সেখানেই চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। কমলের দাবি রাজ্য সরকারকে বারবার বলার পরও ১০৩২৩ শিক্ষকদের বাঁচাতে কোনও ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এদিকে, ধলাই জেলার আমবাসায় টিআরটিসি কনফারেন্স হলে একটি সভা করেছে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি। সভায় আলোচনা করেছেন অজয় দেববর্মা, বিজয়কৃষ্ণ সাহা, কমল দেব, ডালিয়া দাস-সহ অন্যান্য।

বেহাল দশায় ইমার্জেন্সি চত্বর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। বেহাল দশা রাজ্যের প্রধান জিবিপি হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগ। রোগীদের ঠিকভাবে হাসপাতালে প্রবেশ পর্যন্ত করানো যায় না। এমনকী অটো দিয়ে রোগী নেওয়া হলে ট্রলি ইমার্জেন্সির বাইরে আনা যায় না। প্রত্যেকদিনই এই অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে গুরুতর অসুস্থ রোগীরা। যান চালকদেরও ব্যাপক সমস্যা পড়তে হচ্ছে হাসপাতালে রোগী পৌঁছে দিতে। করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের আগে রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতালটির এই করুণ দশা অনেক প্রশ্ন তুলছে। বুধবারও অটোতে একের পর এক রোগী হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকেই ইমার্জেন্সির সামনে গিয়ে রোগী হাসপাতালের দরজার সামনে নিতে সমস্যায় পড়েছেন। এডিনগর থেকে অটোচালক কাঞ্চন পাল

গুরুতর অসুস্থ এক রোগীকে ইমার্জেন্সিতে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ইমার্জেন্সির সামনে বেহাল অবস্থায় থাকা অটো নিয়ে প্রবেশ করতে পারেননি। এমনকী এই জায়গায় হাসপাতালে রোগী নেওয়ার ট্রলি পর্যন্ত বের করা সম্ভব হয়নি। যে কারণে প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে বয়স্ক এক রোগীকে ভাঙা রাস্তা দিয়ে

ইমার্জেন্সিতে নেওয়া হয়। একইভাবে আরও কয়েকজন রোগীরা অসুবিধায় পড়েছেন। তাদের দাবি বেশ কিছু দিন ধরেই ইমার্জেন্সির সামনে এই অবস্থা। কিন্তু স্বাস্থ্য দফতর এই অবস্থা ঠিক করতে কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না। অসুস্থ রোগীদের কেউই চিন্তা করছেন না। রাজ্যের প্রধান

● এরপর দুইয়ের পাতায়



লেক চৌমুহনি মার্কেটে নতুন করে দোকান বন্টন প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ উচ্চ আদালতের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। সূচ্য নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তপশিলি জাতিভুক্ত বেকারদের দোকানঘর নতুন করে বন্টনের উপর স্থগিতাদেশ দিল উচ্চ আদালত। ২০১২ সালে এক দফায় নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দোকান বন্টন করা হয়েছিল। এখন আবারও দোকান বন্টনের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এর উপরই স্থগিতাদেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত। জানা গেছে, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে তপশিলি বেকারদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করে ও আবেদনকারীদের মধ্য থেকে যোগ্যদের বাছাই করে ১৫জনকে দোকানঘর বরাদ্দ করে তপশিলি

জাতি সমবায় উন্নয়ন কর্পোরেশন। লেক চৌমুহনিস্থিত কর্পোরেশন মার্কেটে দোকানঘর পেয়ে এককালীন ১৫,০০০ টাকা জমা-সহ মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করছেন ১৫জন তপশিলি জাতিভুক্ত নাগরিক। প্রত্যেকেই প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে

ভাড়া প্রদান করছেন। হঠাৎ করে ২৩ ডিসেম্বর ২০২১ সালে কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানান, কর্পোরেশন মার্কেটের একতলায় ১৫টি দোকানঘর নতুন করে তপশিলি বেকারদের জন্য বরাদ্দ করা হবে

বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

এবং ইজুর্ক প্রার্থীদের দরপত্র প্রদানের জন্য বলা হয়। কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার দ্বারা প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি মূলে দরপত্র আহ্বানে দোকান-ঘরগুলিতে যারা ২০১০ সাল থেকে নিয়মিত ভাড়া দিয়ে সূচ্য বরাদ্দমূলে ব্যবসা করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করছেন তারা চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েন। মধ্যবয়সে দোকানঘর থেকে উচ্ছেদ হয়ে জীবিকা হারিয়ে রাস্তায় বসে পড়ার ভয়াবহ বিপদের মধ্যে পড়েন দোকানিরা। কর্পোরেশনের চরম স্বেচ্ছাচারিতা ও তৃণলকি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ১০জন দোকানি উচ্চ আদালতে রিট

● এরপর দুইয়ের পাতায়

Flat Booking

Ramnagar Road
No. 4. Opposite
Sporting Club. 2
BHK, 3 BHK Flat
booking চলছে।
Mob - 8416082015

ভর্তি চলছে

Open Board
10th & 12th
এ পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে
অভিসম্মত যোগাযোগ করুন।
**B.A, M.A, D
PHARM, ENGG,
DMLT, B.ED, D.ELED**
— যোগাযোগ —
Mob - 7642014420

হোম টিচার


বালা মাধ্যমের
নবম/দশম-সহ ২০২২
সালের মাধ্যমিক
পরীক্ষার্থীদের সব বিষয়
বাড়িতে গিয়ে পড়ানো হয়।
নোট তৈরী করে দেওয়া হয়।
-ঃ মোবাইল ঃ-
9862464960




এফিডেভিট


আমি শ্রীমতী অনুরিদ্ধা সাহা পিতা শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত সাহা, খোসবাগান, সেন্ট্রাল রোড, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা। গত 9 ডিসেম্বর 2021 ইং জিরানীয়া নোটারি এফিডেভিট মূলে শ্রীমতী অনুরী সাহা নামে পরিচিত ইইলাম। 'অনুরিদ্ধা সাহা' এবং 'অনুরী সাহা' একই ব্যক্তি।

ডিভাইন টাচের বিশেষ ডায়াবেটিক ক্লিনিক

আগামী ৮ই জানুয়ারী, ২০২২ থেকে প্রতি শনিবার বিকাল ৫টায় বিশেষ ডায়াবেটিক ক্লিনিকের সূচনা করা হবে। উক্ত ক্লিনিকে রাজ্যের ডায়াবেটোলজিস্ট বিশেষজ্ঞ ডা. পরম কর MBBS, MD (BIO), CCEBDM (DIABETOLOGY) - DELHI, চিকিৎসা পরামর্শ দেবেন। বুকিং ও বিশদ জানতে যোগাযোগ করুনঃ ডিভাইন টাচ মেডি ক্লিনিক, কর্ণেল চৌমুহনী, আগরতলা।
মোঃ 9089016161/8575092597






Living Room • Dining • Bedroom • Mattress • Storage • Seating • Utility • Office

New Radha Store: Hari Ganga Basak Road, Melarmath, Opposite Madan Mohan Ashram, Agartala,
Tripura (W) - 799001. Tel. No.: 9436169674 | EXCLUSIVE SHOWROOM
Email: newradhank@gmail.com

FLAT 10% OFF
+ 2 PILLOWS FREE
ON PURCHASE OF A MATTRESS

Nilkamal®
FURNITURE IDEAS